

# বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়

-অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথের



ডি.এন. বুডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়

অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথের

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদনায়— এস. লোকজিৎ ভিন্সু



প্রচারণায় :

ডি. এন. বুডিডষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন ।

# বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়

-অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথের

প্রথম প্রকাশ : ২৪৮১ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ  
রেঙ্গুন, বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

প্রকাশক : বাগোয়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল চৌধুরী

---

দ্বিতীয় প্রকাশ : শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ ২০১১ ইং

প্রকাশক : বাবু মিথুন বড়ুয়া, লোটন বড়ুয়া,  
সুদীপ বড়ুয়া (ফ্রান্স প্রবাসী)

সম্পাদনায় : এস. লোকজিৎ ভিক্ষু  
মহাসচিব, ডি. এন. বুড্ডিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন  
অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুনি বিহার।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া  
পালি বিভাগীয় প্রধান, চট্টগ্রাম কলেজ।  
সভাপতি, ডি. এন. বুড্ডিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন।

সহযোগিতায় : ভদন্ত শান্তইন্দ্রিয় ভিক্ষু, ভদন্ত লোকজ্যোতি ভিক্ষু,  
ভদন্ত শাক্যরত্ন ভিক্ষু।

মুদ্রণ : ময়নামতি আর্ট প্রেস  
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৪৭৯৬, ০১৬৭০-৪০৮৫৮৩

---

**Editor- S. Lokajit Bhikkhu**

Founder General Secretary- D. N. Buddhist Welfare Mission

[lokajitbhikkhu@yahoo.com](mailto:lokajitbhikkhu@yahoo.com)

## উৎসর্গ

মহান বুদ্ধ শাসনে প্ৰবেশে যৌর প্ৰবনা উৎসাহ লাভে ধন্য হয়েছি।  
এই মহান কল্যাণমিত্র, যিৰপ্ৰপ্ৰেমী, বিনয়শীল বিদ্যেশনাচার্য

ডদন্ত পুজাৰ্জ্যোতি মহাথের'র পুণ্যস্মৃতি স্মরনে,  
প্ৰয়াগ অগ্রমহাপন্ডিট ডদন্ত পুজাৰ্জ্যোতি মহাথের'র ত্ৰিপিটক বঙ্গানুবাদের  
অসমাপ্ত গ্রন্থ সমূহ, বৰ্ত্তমানে অনুবাদকের মূল ডিঙি রচয়িতা,  
মহাপন্ডিট, বিশ্ববরদ্য বৌদ্ধ শাসন কাভারী, বহু গ্রন্থ পুনেতা, অনুবাদক  
আমার পরম কল্যাণ মিত্র, ধূতাঙ্গ সাধক, বহু প্ৰতিষ্ঠানের প্ৰতিষ্ঠাতা-  
ডদন্ত পুজাবংশ মহাথের, ও

শীলদ্বাটো-খোদাছড়ি-চেমী-কুহলং, জোয়ালিয়াখোলা মহ  
বহু এলাকার গরীব দুঃখী রোগীর পরম মেবক, আমার পরম জ্ঞাতী  
কাকা, বিশিষ্ট মানব মেবক সদ্ধর্ম অনুরাগী, শ্রদ্ধাবান উপাসক  
ডাঃ আশীষ চৌধুরী এর নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় গ্রন্থখানি উৎসর্গ  
করলাম।

পুণ্যার্থী

- এস. লোকজিৎ ভিক্ষু

সম্পাদক

দ্বিতীয় সংস্করণ

## প্রকাশকের কথা

এই বই প্রকাশের মহাপুণ্যে  
বুদ্ধ শাসন চিরঞ্জীব হউক ।  
শ্রদ্ধেয় বনভান্তের আয়ু  
নিরাময় সুদীর্ঘ হউক ।

শ্রদ্ধেয় মহাপুণ্য পুরুষ, মহাপণ্ডিত, মহাসাধক, আৰ্য্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) আমাদের পরম কল্যাণমিত্র । তাঁর আদর্শময় জীবন, সদ্ধর্ম প্রচার প্রসারে আমাদের প্রেরণার প্রধান উৎস । কথিত আছে বুদ্ধবচন সমূহ যত বেশী প্রকাশ প্রচার করা যায় তত বেশী মানব কল্যাণে মহাকল্যাণ সাধিত হয় । এই সত্যকে ধারণ করে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত এস. লোকজিৎ ভান্তের আহবানে আহবানে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি । আমরা সুদূর ফ্রান্স অবস্থান করলেও শ্রদ্ধেয় ভান্তের মাধ্যমে শাসন সদ্ধর্মের অনুমাত্র হলেও কাজ করার চেষ্টা করি ।

পরমপুণ্য পুরুষ অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্জালোক মহাথের মহোদয় রচিত “বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়” গ্রন্থখানি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যান্ত্রিক যুগে মানুষ যেভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সেখানে এই রূপ সংক্ষিপ্ত সারময় বৌদ্ধ তাৎপর্যমণ্ডিত শব্দচয়নে গভীর দর্শন বিমণ্ডিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক । তাই আমাদের এই প্রকাশিত গ্রন্থ খানি সত্য সন্ধানী যে কোন ব্যক্তিকে প্রশান্তির মহা আনন্দ প্রদান করবে বলে প্রত্যাশা করি ।

শেষান্তে এই গ্রন্থের প্রকাশজনিত পুণ্যরাশি শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দীর্ঘায়ু কামনায় দান করছি ।

প্রকাশকত্রয়

মিথুন বড়ুয়া, গ্রামঃ- হোয়ারাপাড়া  
লোটন বড়ুয়া, গ্রামঃ- পশ্চিম বিনাজুরী  
সুদীপ বড়ুয়া, গ্রামঃ- কেউটিয়া খামার বাড়ী  
(ফ্রান্স প্রবাসী)

দ্বিতীয় সংস্করণ

## সম্পাদকীয় কথা

মহাআচার্য, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদক, অগ্রমহাপণ্ডিত পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথের রচিত “বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়” গ্রন্থখানি ১৯৩৮ সালে “রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস” হতে মুদ্রিত হয়। বর্তমানে বইটি দুস্ত্রাপ্য, আমার অত্যন্ত পরম কল্যাণমিত্র দক্ষিণ জলদী বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ নিরব গ্রন্থ সাধক ভদন্ত তিলোকানন্দ মহোদয়ের সাথে এক পরিত্রাণ পাঠ অনুষ্ঠানে, “বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়” গ্রন্থখানি ভাস্ত কাছে হতে আমার হস্তগত হয়। অতীব জীর্ণশীর্ণ গ্রন্থখানি কষ্টে করে পড়লাম, অনেক পৃষ্ঠা নাই তথাপি নতুন করে ছাপানোর জন্য সংকল্প বদ্ধ হলাম। ত্রিপিটকের মূল বাণী দর্শন সমূহ প্রশ্নোত্তোর এর মাধ্যমে এতো সংক্ষিপ্ত আকারে বুদ্ধ বাণী চয়ন করা হয়েছে যে অন্য কোন গ্রন্থ তা দেখা যায় না। গ্রন্থ খানি মুদ্রনের জন্য প্রেসে কাজ করছি বলে পরম শ্রদ্ধেয় মহাপণ্ডিত মহানন্দ সংঘরাজ বিহারের অধ্যক্ষ, বিচিত্র ধর্ম কথিক, আমার মহা কল্যাণকামী ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের এবং তাহার এক শিষ্যের কাছে ব্যক্ত করলে গ্রন্থখানির এককপি তাঁদের আছে এই কথা প্রকাশ কারলে, তাঁদের গ্রন্থখানি নিয়ে দেখি আমার হস্তগত জীর্ণশীর্ণ গ্রন্থে অনেক পাতা নেই যা এই গ্রন্থে আছে ফলে আবার প্রেসে গিয়ে বাকীগুলো সংযোজন করি।

আমার জীবনের পরিবর্তনের পিছনে গ্রন্থ পাঠের ভূমিকা অপরিসীম। এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার পর অবসর সময়ে বিভিন্ন গল্প বই পড়া আমার নেশা হয়ে যায়। আমার ভিক্ষু জীবনের বীজ রোপিতা মহাকল্যাণমিত্র চট্টগ্রাম কলেজের পালি বিভাগীয় প্রধান, বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত বাম্মীপ্রবর, অগ্রজ অধ্যাপক অর্ধদর্শী বড়ুয়া’র সংগৃহীত বই সমূহ পড়তে পড়তে কিছু কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় বই

পড়ি, তাতে আমার মনের অনেক প্রশ্নের সমাধান খোঁজে পাই। বৈরাগ্য চেতনা উৎপন্ন হয়। তাই ভিক্ষু হওয়ার পর হতেই বই পঠন পাঠন প্রকাশনা করা আমার তীব্র ইচ্ছা। কারণ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে বই পড়া আবশ্যিক।

যখনই সুযোগ পায় বই প্রকাশের চেষ্টা করি। বই পড়া যতটা সহজ তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন প্রকাশ করা, আমরা কত টাকা কতভাবে অপচয় করি কিন্তু একটি বই প্রকাশের কথা বললে এগিয়ে আসি না অথচ একটি সদ্ধর্ম বই প্রকাশের দ্বারা যে কি পুণ্য অর্জন হয় তা কেউ সদ্ধর্ম বলতে পারবে না। আমার প্রিয় ভাজন মিথুন বড়ুয়া, লোটন বড়ুয়া, সুদীপ বড়ুয়া। এই গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যয় ভার বহন করে দুর্লভ পুণ্য অর্জনের কর্ম সম্পাদন করেছে। আমি তাদের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি। তারা বয়সে তরুণ হলেও সদ্ধর্ম প্রচারে তাদের যে মহৎ চিন্তা চেতনা তাকে সাধুবাদ জানাই। নব তরুণ-তরুণীদেরকে বলবো তাদের সুকর্ম পথ অনুসরণ করার জন্য।

পরিশেষে ময়নামতি প্রেসের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট সমাজপতি বাবু সুকুমার বড়ুয়া (এম.এ) সহ প্রেসের সকল কর্মকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথম সংস্করণের কোন লেখা পরিবর্তন না করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

- এস. লোকজিৎ ভিক্ষু

মহাসচিব

ডি.এন. বুডিডষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন



## বিজ্ঞপ্তি

‘আমি বৌদ্ধ’ এই কথা বলিয়া যদি গৌরব করিবার মত সাহস থাকে, তবে তাহাকে বিবেচনা করিতে হইবে, তাহার বুদ্ধের নীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে ‘মোটামুটি’ জ্ঞান আছে কিনা। যাহারা নামে পরিচয় না দিয়া কাজে পরিচয় দেয়, তাহাদের পরিচয়ের একটা বাহাদুরী আছে, বিশেষত্ব আছে। কোন কোন ব্যক্তি ভাষা হিসাবে বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে, তাই বলিয়া সে বুদ্ধ-প্রশংসিত পণ্ডিত নহে, আর্য্য নহে। যিনি পণ্ডিত, যিনি আর্য্য, তিনি হইবে ‘খেমী, অবেরী, নিক্তিকো’ অর্থাৎ ক্ষমাশীল, শত্রুশূন্য ও নির্ভীক।

বাস্তব জগতে ক্ষমা, ক্ষান্তি তপস্যার নামান্তর। মৈত্রী বিহার যাহার পরম আরাধ্য তিনি শত্রুশূন্য। বীর্য্য যাহার সহায় তিনি ভয়শূন্য। প্রোক্ত গুণত্রয় কোন ভাষা অধ্যয়নে অধিগত হয় না।

তথাগত মানব ধর্মের অনুকূল যেই ধর্ম-নীতি শ্রাবক পরম্পরা বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইহাদের সঙ্গে পরিচিত না হইলে যেমন পাণ্ডিত্য লাভ করা যায় না, তেমন আর্য্য নামে পরিচয় দেওয়াও সম্ভব হয় না।

বার্মা-সিংহলের উপাসক-উপাসিকাগণ ধর্মশ্রবণে এত অভ্যস্ত যে তাহারা উপোসথদিনে ধর্মালোচনা ব্যতীতও কার্য্যাবসরে সম্মিলিত হইয়া পারমার্থিক ধর্মের নিদূত তত্ত্ব ‘সাক্ষা’ বা আলোচনা করিয়া থাকে। ধর্ম গুরুগণ অষ্টমার্গ, পঞ্চঙ্কক, পট্টিসসমুপ্পাদ, বোধিপক্ষীয় ধর্ম এভাবে কেবল নামগুলি উচ্চারণ করিলেই তাহারা কোন্টি কত প্রকার, উহার অর্থ কি

অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হয়। বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ কেবল নামগুলিও মুখস্থ করিতে উদাসীন। জীবনের ইহা যে প্রধান কর্তব্য, ইহা ভাবে না।

আমরা বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের এই বিশেষ অভাব-অসুবিধা অনুভব করিয়া মোটামুটিভাবে ধর্মতত্ত্বগুলি পরিচয় করিবার জন্য প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয় গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ৬০টি পরিচয় ও কোন্ বিষয় কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, উহা প্রদত্ত হইয়াছে। তৎমধ্যে বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয় বঙ্গভাষায় অভিনব প্রকাশ। লক্ষণোৎপত্তির হেতু স্বরূপ ‘পূর্বব্যয়োগ’ গুলি পাঠকের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। যদি পাঠকগণ প্রত্যেক বিষয়ের সহিত পরিচিত হন, ধর্ম-শ্রবণের সময়ে আর অবোধ্য বিষয় বুঝিয়া নিতে বেগ পাইতে হইবে না।

ধর্মগ্রন্থের নাম ও প্রণেতাগণের নাম প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জানিয়া রাখা উচিত।

সম্প্রতি ‘বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়’ গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। পাঠকগণের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে বাগোয়ান নির্বাসী ধর্মপ্রাণ উপাসক শ্রীযুত মহেন্দ্র লাল চৌধুরী অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই বদান্যতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া যদি কোন উপাসক-উপাসিকা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের জন্য উৎসাহিত হন, আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিব।

১৬ই মাঘ, পঞ্চদশী  
১২৯৯ মগাদ।



বিনীত—  
বৌদ্ধ-মিশন কর্মীসঙ্ঘ

## সূচীপত্র

ধর্ম গ্রন্থ-পরিচয়	-----	১
বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয়	(মহাপদান সুত্ত)	৬
পরাজিত-পরিচয়	(পরান্ন সুত্ত)	২০
চণ্ডাল-পরিচয়	(বসল সুত্ত)	২১
নীবরণ-পরিচয়	(অঙ্কুর টীকা)	২২
সঙ্কায়দৃষ্টি-পরিচয়	ঐ	২৫
পঞ্চস্কন্ধ-পরিচয়	ঐ	২৬
নিয়তানিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি-পরিচয়	(দীর্ঘ নিকায)	২৯
নববিধ ব্যাপাদ-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	২৯
কন্টক-পরিচয়	ঐ	৩০
শরীরধর্ম-পরিচয়	ঐ	৩০
পারমী-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহট্ঠকথা)	৩১
ষড়ছিদ্র-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহ)	৩১
নিষিদ্ধ বাণিজ্য-পরিচয়	ঐ	৩১
চারি পরিহানি-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৩১
সপ্ত পরিহানি-পরিচয়	ঐ	৩২
মানব ধর্ম-পরিচয়	ঐ	৩২
মিত্র-পরিচয়	ঐ	৩৪
কাজ-কথা-পরিচয়	ঐ	৩৪
সপ্তধন-পরিচয়	ঐ	৩৪
অষ্টবল-পরিচয়	ঐ	৩৪

কামবিরতি-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৩৫
আসব-পরিচয়	(মনোরথ পূরণী)	৩৫
সাগর-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৩৫
অষ্টশতোত্তরতৃষ্ণা-পরিচয়	(অঙ্কুর টীকা)	৩৬
প্রধান তীর্থীয় উপাসক-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৩৬
অনিদ্রা-পরিচয়	(সন্ধিপত্রহসুত্তট্টকথা)	৩৬
নগর-পরিচয়	(মিলিন্দ পত্র)	৩৭
উন্মত্ত-পরিচয়	(মহানিদেস)	৩৮
মৃত্যু-পরিচয়	(অঙ্কুর টীকা)	৩৮
সত্ত্বাস-পরিচয়	(মহা টীকা)	৩৯
বিবেক-পরিচয়	(ধম্মপদট্টকথা)	৪০
কুশলাকুশল বীথী-পরিচয়	ঐ	৪০
দাতা-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৪০
শুদ্ধি-পরিচয়	ঐ	৪১
বুদ্ধক্ষেত্র-পরিচয়	(বিসুদ্ধি মগ্গ)	৪১
জ্ঞান-পরিচয়	ঐ	৪২
সমুদ্রগুণ-পরিচয়	(অঙ্গুত্তর নিকায)	৪২
শাসন সমুদ্র-পরিচয়	ঐ	৪৩
বুদ্ধপূজা-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহট্টকথা)	৪৩
বুদ্ধের লোকার্থচর্য্যা-পরিচয়	(মহাকণ্ঠজাতক)	৪৪
চক্ষু-পরিচয়	(পরমথ দীপনী)	৪৪
রাজধর্ম-পরিচয়	(কুম্মাসপিণ্ড জাতক)	৪৫
শব্দ-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহট্টকথা)	৪৫

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

আয়ুধ-পরিচয়	(পরমথজোতিকা)	৫৫
ত্রিকন্যা-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহট্ঠকথা)	৪৫
কামগুণ-পরিচয়	(অঙ্কুর টীকা)	৪৬
ত্রিদ্বার-পরিচয়	ঐ	৪৭
আলাপ-পরিচয়	(উদান)	৪৮
আর্য্যমিত্র-পরিচয়	(অনাগতবংস)	৪৯
আপণ-পরিচয়	(মিলিন্দপঞ্জহ)	৫০
নবলোকোত্তর জ্ঞান-পরিচয়	(অভিধম্মথসঙ্গহ)	৫২
কিলেস ধ্বংশ-পরিচয়	(অঙ্কুর টীকা)	৫২
অনুশয়-পরিচয়	ঐ	৫৩
মার্গে নীবরণ ধ্বংশ-পরিচয়	ঐ	৫৪
পিটক-পরিচয়	(পপঞ্চসুদনী)	৫৪
ত্রিকল্যাণ-পরিচয়	(মহাবগ্গ)	৫৪
পট্টসমুৎপাদ-পরিচয়	(মহানিদানুসত্ত)	৫৫
নববিধ ভব-পরিচয়	(সুত্তসঙ্গহট্ঠকথা)	৫৬
মিশন-গ্রন্থ-পরিচয়		৫৬
নরসীহ গাথা	(সারথদীপনী)	৫৮

-----

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

“নমো তে বিভজ্জবাদিনো”

ধর্ম-গ্রন্থ পরিচয়

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করেন, তিনি বৌদ্ধ।

বুদ্ধের উপদেশ কোথায় পাওয়া যাইবে?

ত্রিপিটক-গ্রন্থে।

ত্রিপিটক গ্রন্থ কি কি?

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম।

বিনয়-গ্রন্থ কি কি?

১। পারাজিক, ২। পাচিত্তিয়, ৩। মহাবগ্গ, ৪। চুলবগ্গ, ৫। পরিবারপাঠ।

পারাজিকগ্রন্থে কি কি আছে?

ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ৪টি পারাজিক, ১৩টি সজ্জাদিসেস, ২ টি অনিয়ত ও ৩০ টি নিসগ্গিয় শীল আছে।

পাচিত্তিয় গ্রন্থে কি কি আছে?

ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ৯২টি পাচিত্তিয়, ৪টি পাটিদেসনীয়, ৭৫টি সেখিয়, ৭টি অধিকরণ সমর্থ শীল ও ভিক্ষুদেবীর প্রতিপালনীয় ৮টি পারাজিক, ১৭টি সজ্জাদিসেস, ৩০টি নিসগ্গিয়, ১৬৬টি পাচিত্তিয়, ৮টি পাটিদেসনীয়, সেখিয় ও ৭টি অধিকরণ সমর্থ শীল আছে।

এই পারাজিক ও পাচিত্তিয়গ্রন্থের অন্য কোন নাম আছে কি?

হ্যাঁ, এই দুইটি বিনয়-গ্রন্থকে ‘মহাবিজ্ঞ’ নামেও কথিত হয়।

মহাবগ্গ গ্রন্থে কি কি আছে?

ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ১০টি পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্রশীল সমূহ বর্ণিত আছে।

চুলবগ্গ গ্রন্থে কি কি আছে?

ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ১২ টি পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র শীল সমূহ বর্ণিত আছে।

এই মহাবগ্গ ও চুলবগ্গ গ্রন্থের অন্য কোন নাম আছে কি?

হাঁ, এই দুইটি বিনয়-গ্রন্থকে ‘খন্ধক’ নামেও কথিত হয়।

পরিবারপাঠ গ্রন্থে কি কি আছে?

পূর্বোক্ত মহাবিভঙ্গ ও খন্ধক গ্রন্থে যেই শীলগুলি আছে, ঐ গুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও প্রশ্নোত্তর মীমাংসা আছে।

পূর্বোক্ত ৫টি বিনয় গ্রন্থের বিস্তৃতার্থ কোন্ গ্রন্থে আছে ও প্রণেতা কে?

সমন্তপাসাদিকা নামক বিনয়ার্থকথায়। প্রণেতা বুদ্ধঘোস থের।

সমন্তপাসাদিকা গ্রন্থের টীকা কয় খণ্ড আছে?

তিন খণ্ডে আছে।

এই টীকাগুলি নাম কি কি ও প্রণেতাগণ কে?

প্রথম টীকা— সারথদীপনী - প্রণেতা সারিপুত্ত থের।

দ্বিতীয় টীকা— বিমতি বিনোদনী - প্রণেতা ধম্মপাল থের।

তৃতীয় টীকা— বজির বুদ্ধি - প্রণেতা বাজিরারাম থের।

বিনয়ের অন্য কোন গ্রন্থে আছে কি?

ঐগুলি কি কি এবং প্রণেতাগণ কে?

- ১। সমন্তপাসাদিকা যোজনা - প্রণেতা জাগর থের।
- ২। পালি মুত্তক বিনয় বিনিচ্ছয় - প্রণেতা সারীপুত্ত থের।
- ৩। পালিমুত্তক টীকা - প্রণেতা সারীপুত্ত থের।
- ৪। বিনয়ালঙ্কার অনুটীকা - প্রণেতা লঙ্কাদীপে রতনপুর নিবাসী জনৈক থের।
- ৫। বিনয় বিনিচ্ছয় - প্রণেতা বুদ্ধদত্ত থের।
- ৬। পাতিমোক্খ (মহাবিভঙ্গের শিক্ষাপদ সমূহ)
- ৭। কজ্জাবিতরণী - প্রণেতা বুদ্ধঘোস থের।
- ৮। বিনয়থমঞ্জুসা - প্রণেতা বুদ্ধনাগ থের।
- ৯। কজ্জাবিতরণী অভিনব টীকা - প্রণেতা জনৈক বার্মাদেশীয় থের।

## ধর্ম-গ্রন্থ পরিচয়

- ১০। খুদসিক্খা - প্রণেতা ধম্মসিরি থের।
- ১১। মূলসিক্খা - প্রণেতা ধম্মসিরি থের।
- ১২। সুমঙ্গলপ্লাসাদনী - প্রণেতা সজ্জরকথিত থের।

সূত্র গ্রন্থ কি কি?

প্রথম - দীর্ঘনিকায়।

দীর্ঘনিকায়ের সূত্র - সংখ্যা কত?

৩৪টি দীর্ঘ - প্রমাণ সূত্র।

দ্বিতীয় - মজ্জিমনিকার।

মজ্জিম নিকায়ের সূত্র - সংখ্যা কত?

১৫২টি মধ্যম প্রমাণ সূত্র।

তৃতীয় - সংযুতনিকায়।

সংযুতনিকায়ের সূত্র - সংখ্যা কত?

৭৭৬২টি সূত্র।

চতুর্থ - অঙ্গুত্তরনিকায়।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের সূত্র - সংখ্যা কত?

৯৫৫৭টি সূত্র।

পঞ্চম - খুদকনিকায়।

খুদকনিকায়ের গ্রন্থ-সংখ্যা কত?

১৫ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

সেই গ্রন্থগুলির নাম কি কি?

- (১) খুদক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবৃত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমানবথু, (৭) পেতবথু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেশ, (১২) পটিসম্বিদা মগ্গ, (১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধবংস, (১৫) চরিয়পিটক।

সূত্রপিটকান্তর্গত গ্রন্থগুলির বিস্তৃতার্থ কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে এবং প্রণেতাগণ কে?

১। সুমঙ্গলবিলাসিনী, দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা।

২। পপঞ্চসূদনী, মজ্জিমনিকায়ের অর্থকথা।



৩। সারথপ্লকাসিনী, সংযুতনিকায়ের অর্থকথা।

৪। মনোরথপূর্ণী, অঙ্গুত্তরনিকায়ের অর্থকথা।

৫। পরমথজ্যোতিকা, খুদ্ধকপাঠের অর্থকথা।

৬। সদ্ধম্মজ্যোতিকা, ধম্মপদের অর্থকথা।

এই ৬ খানি গ্রন্থে প্রণেতা বুদ্ধঘোষ থের।

পরমথদীপনী, উদানের অর্থকথা - প্রণেতা ধম্মপাল থের।

পরমথদীপনী, ইতিবৃত্তকের অর্থকথা - প্রণেতা ধম্মপাল থের।

পরমথজ্যোতিকা, সুত্তনিপাতের অর্থকথা - প্রণেতা বুদ্ধঘোষ থের।

১। পরমথদীপনী, বিমানবথুর অর্থকথা।

২। পরমথদীপনী, পেতবথুর অর্থকথা।

৩। পরমথদীপনী, থেরগাথার অর্থকথা।

৪। পরমথদীপনী, থেরীগাথার অর্থকথা।

এই ৪ খানি গ্রন্থের প্রণেতা ধম্মপাল থের।

জাতকট্টকথা, জাতকের অর্থকথা - প্রণেতা বুদ্ধঘোষ থের।

সদ্ধম্মপজ্জোতিকা, নিদ্দেশের অর্থকথা - প্রণেতা উপসেন থের।

সদ্ধম্মপ্লকাসিনী, পটিসম্বিদামগ্গের অর্থকথা - প্রণেতা মহানাম থের।

বিসুদ্ধজনবিলাসিনী, অপদানের অর্থকথা - প্রণেতা জনৈক থের।

মধুরথ, বিলাসিনী, বুদ্ধবৎসের অর্থকথা - প্রণেতা বুদ্ধদত্ত থের।

পরমথদীপনী, চরিয়পিটকের অর্থকথা - প্রণেতা ধম্মপাল থের।

অভিধর্ম গ্রন্থ কি কি?

(১) ধম্মসঙ্গনী, (২) বিভঙ্গ, (৩) পুণ্ণগলপঞ্জাভি, (৪) ধাতুকথা, (৫)

কথাবথুপ্লকরণ, (৬) যমক, (৭) পট্টান।

অভিধর্মের অট্টকথার নাম কি কি ও প্রণেতা কে?

ধম্মসঙ্গনী অট্টকথার নাম-সম্মোহবিনোদনী।

বিভঙ্গ অট্টকথার নাম-পঞ্চপ্লকরণট্টকথা।

## বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয়

সপ্তখণ্ড অভিধর্মের অট্ঠকথা প্রণেতা-আচার্য্য বুদ্ধঘোস থের ।

অট্ঠকথার টীকা ও অনুটীকা আছে কি?

হাঁ, মহাজ্ঞানী স্থবিরগণ অভিধর্মের বহু টীকা-অনুটীকা গ্রন্থ রচনা করিয়া  
বুদ্ধ-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ।

অভিধর্ম সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার গ্রন্থ কি?

অভিধম্মথ সঙ্গহ ।

অভিধম্মথ সঙ্গহের ব্যাখ্যা পুস্তকের নাম কি কি ও প্রণেতাগণ কে?

বিভাবনী টীকা-প্রণেতা সুমঙ্গল থের ।

পরমথদীপনী-প্রণেতা লেডি ছেয়াদ ।

অঙ্কুর টীকা-প্রণেতা বিমল থের ।

অতুল টীকা-প্রণেতা অতুল থের ।

অনুটীকা-মণিসার মঞ্জুসা ।

ত্রিপিটক গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে কোথায় পাওয়া যাইবে?

বৌদ্ধ-মিশনে এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইতেছে । তথা মূল ও অনুবাদ গ্রন্থ বহু  
খন্ড পাওয়া যাইবে ।

-----

## বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয়

বুদ্ধের শরীরে প্রধানত কয়টি লক্ষণ ছিল?

বুদ্ধের শরীরে ৩২টি লক্ষণ ছিল।

প্রথম লক্ষণ কি?

সুপ্রতিষ্ঠিতপাদো। ১

যেমন কোন কোন লোকের মাটিতে পদ নিষ্ক্ষেপ করিবার সময়ে পদাগ্র ও পাশ্চি (মুড়ি) অথবা চরণের উভয় পার্শ্বদেশ প্রথমে মাটি স্পর্শ করে, পদের মধ্যভাগে খালি থাকে, পদ তুলিবার সময়ে পদাগ্র বা পাশ্চি আগে উঠিয়া থাকে, তেমন বুদ্ধের হয় না। সুবর্ণ-নিষ্মিত পাদুকাতলের ন্যায় তাঁহার সমগ্র পদতল মাটিতে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত। সেই কারণে প্রথম লক্ষণ সুপ্রতিষ্ঠিত পদ।

ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে যখন মানবকূলে উৎপন্ন হইতেন, তখন কুশল কাব্য সম্পাদনে তাঁহার বিচলিত বীর্য ছিল, দশ কুশল কর্ম হইতে কেশাগ্র পরিমাণও কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। “কথিত আছে—যখন তিনি কাঠবিড়াল হইয়া তাঁহার শাবক উদ্ধারার্থ সমুদ্র সেচনে রত হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং দেবরাজ অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে সেই অসম্ভব কার্য হইতে বিরত করিতে পারেন নাই।” “মহাজনক সময়েও দানকার্য সম্পাদনার্থ যখন সমুদ্র সন্তরণে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবতার অনুরোধও শ্রবণ করেন নাই।” তিনি দৃঢ়বীর্যের সহিত কায়-বাক্য মনোসুচরিত কর্মে আত্মসমর্পণ করিতেন। সেইরূপ দানানুষ্ঠানে শীল পালনে, উপোসথ

গ্রহণে, মাতা-পিতার সেবায়, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের পূজায়, বয়োজ্যেষ্ঠের দৃঢ়বীর্য প্রদর্শন করিতেন। তিনি কোন কুশল কর্ম একবার মাত্র করিয়া তুষ্টি হইতেন না, দৃঢ়বীর্যের সহিত পুনঃ পুনঃ বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেন। স্বর্গে জন্ম নিলেও তাঁহার বিপুল স্বর্গীয় পুণ্য প্রভাবে অন্যান্য দেবগণকে দশটি বিষয়ে হার মানাইতেন—দিব্য আয়ু-বর্ণ-সুখ-যশ-একাধিপত্য-রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভাবে। তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া নরকূলে জন্ম গ্রহণ পূর্বক এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া অচলবীর্যে প্রতিষ্ঠিত, কোন শত্রু তাঁহাকে এক চুলও টলাইতে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কাম-দ্বेष-মোহ জর্জরিত করিতে পারে না। দেবদত্ত, কোকালিক প্রভৃতি শ্রমণ, সোণদণ্ড কূটদণ্ড প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, শত্রুতুল দেবগণ, এমন কি সাত বৎসর অনুবন্ধনকারী মার ও বক ব্রহ্ম প্রভৃতি কেশাগ্রও টলাইতে পারে নাই। লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প ব্যাপিয়া দৃঢ়বীর্য সহকারে তিনি কুশল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অচল অটল বীর্যের সাক্ষী স্বরূপ সদেব মানবগণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পদচিহ্ন সূচিত হইয়াছে। সেই কারণে কোন প্রতিদ্বন্দী তাঁহাকে টলাইতে পারে না।

### দ্বিতীয় লক্ষণ কী?

হেটুঠা পাদতলেসু চক্কানি জাতানি সহস্আরানি সনেমিকানি সনাভিকানি সন্ধাকারপরিপূরানি। ২

দুই পদতলে দুইটি চক্র, উহার অরা-নেমি-নাভি এক সহস্র করিয়া। সর্ব্বাकारে পরিপূর্ণ পদতল অর্থাৎ পদতলে শক্তি বা আয়ুধ, শ্রীবৎস বা শ্রীঘর, নন্দি বা দক্ষিণাবর্ত পুষ্প, সোবথিকো বা ত্রিরেখা, বৃত্তংশক বা কর্ণাভরণ, বড়চমানক বা গৃহাকৃতি, মৎস্য যুগল, ভদ্রপীঠ, অঙ্কুশ, প্রাসাদ, তোরণ, শ্বেতছত্র, খড়্গ, তালব্যাজনী, ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত ব্যাজনী, চামর, উম্মীষ, মণি, পাত্র, সুমনপুষ্পদাম, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক, পূর্ণ কলসী, পূর্ণ পাত্র, সমুদ্র, চক্রবাল, হিমালয়, সুমেরু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি, চারি মহাদ্বীপ, দুই সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রভৃতির চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে দেশের যাবতীয় উদ্বোধ ও ভয় বিদূরীত হইয়াছিল। দেশে চোরের উপদ্রব, রাজার অত্যাচার, শত্রুর প্রভাব ও ডাকাৎ দস্যুর আনাগোনা ভয় ছিল না এবং প্রচণ্ড হস্তী, অশ্ব, সর্পভয় প্রভৃতির লেশ মাত্র ছিল না। তিনি বন জঙ্গলের সঙ্কট স্থানে ও দেশের নানাস্থানে দানশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। আপদে-বিপদে সকলের সহায় হইতেন। তিনি যখন সপরিবার দান দিতেন, তখন গৃহখানি গোবরদ্বারা লেপন করাইয়া ও পুষ্প, লাজ ছড়াইয়া আসন সজ্জিত করিতেন, আসনোপরি চন্দ্রাতপ বাঁধিতেন ও সুবাসিত ধূপের ধূম দিতেন। প্রথমে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সব্যঞ্জন সব্যঞ্জন যাণ্ড দিতেন। যাণ্ড পানের পর পদ ধুইয়া দিতেন ও তেল মাখিতেন। তৎপর বিবিধ খাদ্যবস্তু প্রদানের পর অনেক সূপ ব্যঞ্জন সহিত ভোজন দিতেন। পানীয় দান কালে আট প্রকার ফলের রস দিতেন। সূচ-সূতা সহ বস্ত্রদান করিতেন। যখন ভিক্ষুরা চীবর সেলাই করিতেন, তখন আসন দিতেন, যাণ্ড দিতেন, পদ মাখিবার তৈল, কাঁটাল গাছের ছাল, রং পাকের পাত্র ও সেবক নিযুক্ত করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত পুষ্পমালা, সুগন্ধি, চৈত্য পূজার উপকরণ, বালিশ, মাদুর, পালঙ্ক, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি দান দিতেন। এই বিপুল পুণ্যানুষ্ঠানের ফলে পদতলে বিবিধ চিহ্ন সুচিত হইয়াছিল।

### তৃতীয় লক্ষণ কি?

#### আযতপণিহ। ৩

তাঁহার দীর্ঘ পাঞ্চি বা পরিপূর্ণ পায়ের মুড়ি ছিল। কাহারো পদাগ্র দীর্ঘ হওয়ায় পাঞ্চি-মস্তকে জজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন পাঞ্চি তক্ষণ করিয়া জজ্ঞা বসান হইয়াছে। মহাপুরুষের তেমন নহে। পদখানিকে চারিভাগ করিয়া দুইভাগ পদাগ্রের দিকে রাখিয়া একভাগে জজ্ঞা স্থাপিত, চতুর্ভাগ মণ্ডলাকারে জজ্ঞাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব জন্মে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত ছিলেন। দণ্ডদ্বারা নিষ্পীড়ণ ও অস্ত্রদ্বারা ছেদন-ভেদন করিতেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী ছিলেন। কাহারও

## বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয়

কাহারও পূর্বকৃত হত্যাপরাধের পরিচয় স্বরূপ হস্ত-পদ বক্র হয়, পদাঞ্চে বা পাশ্চাতে ভার দিয়া চলে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের তেমন কোন দোষ ছিল না। প্রাণীহত্যা না করার দরুণ পাশ্চ ও জজ্বা সুলক্ষণ সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। কোন শত্রু জীবনের অন্তরায় করিতে সমর্থ হয় নাই।

চতুর্থ লক্ষণ কি?

দীঘঙ্গুলি। ৪

কাহারও অঙ্গুলি দীর্ঘ, কাহারও হ্রস্ব। মহাপুরুষের তেমন নহে। তাঁহার হস্ত পদের অঙ্গুলি সমূহ মূলের দিকে স্থূল অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে।

ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত ছিলেন। সেই কারণে তাঁহার সুগঠিত অঙ্গুলি হইয়াছিল। প্রাণীহত্যাকারীর যেমন হত্যাপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য হস্তপদের অঙ্গুলি বক্র হয় ও অঙ্গুলি হ্রস্ব হয়, হাঁসের পায়ের মত হস্তপদ একজোড়া হয় ও বিশ্রীভাবে গঠিত হয়, তেমন মহাপুরুষের ছিল না।

পঞ্চম লক্ষণ কি?

ব্রহ্মজ্জুগতো। ৫

বোধিসত্ত্বের ব্রহ্মার ন্যায় শরীর সোজা ছিল। বহু লোকের গ্রীবা, কটি ও জানু নুইয়া পড়ে। যাহাদের শরীর দীর্ঘ, তাহারা একপার্শ্বে বক্র হয়। কেহ কেহ কাঁপিতে কাঁপিতে গমন করে। কিন্তু বোধিসত্ত্বের এই সব দোষ ছিল না। দেব নগরের সমুচ্ছিত সুবর্ণ তোরণের ন্যায় সোজা তাঁহার দেহ ছিল।

ষষ্ঠ লক্ষণ কি?

সত্ত্বসাদো। ৬

বোধিসত্ত্বের দুই হস্তপৃষ্ঠ, দুই পদপৃষ্ঠ, দুই ঋদ্ধ ও গ্রীবা এই সপ্ত স্থানে মাংসপূর্ণ ছিল। যেমন সাধারণের শিরাজাল দেখা যায়, ঋদ্ধদ্বয়ে অস্থি দেখা যায়, তেমন মহাপুরুষের হয় না।

সপ্তম লক্ষণ কি?

মুদুতলুনহথপাদো । ৭

শতবার দূনিত কার্পাস ঘৃতসিক্ত হইলে যেমন মৃদু হয়, তেমন মহাপুরুষের হস্ত-পদতল মৃদু ছিল। শৈশবে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একরূপ ছিল।

অষ্টম লক্ষণ কি?

জালহথপাদো । ৮

কাহারো কাহারো হস্তপদের অঙ্গুলির মধ্যে চর্মাবরণ থাকে ও সাধারণের অঙ্গুলি অসমান থাকে। কিন্তু মহাপুরুষের চারিটি হস্তাঙ্গুলি ও পাঁচটি পদাঙ্গুলি একসমান ছিল। কেবল দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি একটু হ্রস্ব ছিল।

ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে আবশ্যকীয় বস্তু দান দিয়া লোকের উপকার করিতেন, প্রিয়বাক্যে লোকের মনোরঞ্জন করিতেন, যাহাতে সমাজের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদনুরূপ উপদেশ দিতেন, লোকের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেন। এই চারি প্রকারের জনসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সাধুকর্মের সাক্ষী স্বরূপ তাঁহার হস্তপদ মৃদু ও সমান অঙ্গুলি হইয়াছিল। যাহাদের পূর্বোক্ত চতুর্বিধ পুণ্যফল নাই, তাহাদের হস্ত-পদ শক্ত হয় ও কদাকার হয়।

নবম লক্ষণ কি?

উস্‌সজ্জপাদো । ৯

প্রায় লোকের পদপৃষ্ঠে গুল্ফ সংলগ্ন থাকে, উহা পেরেক দিয়া লাগানের ন্যায় দেখায়। ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে না। গমন সময়ে পদতল দেখা যায় না। মহাপুরুষের গুল্ফ পরিবর্তিত হইয়া হাঁটিবার সময়ে সম্পূর্ণ পদতল দেখা যাইত। তাঁহার নাভি হইতে উপর ভাগ নৌকায় স্থাপিত সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল ছিল। কেবল নাভিল অধঃভাগই মৃদু কম্পিত হইত। সেই কারণে ইচ্ছামত পদ নাড়াচাড়া করিতে পারিতেন। পূর্ব-পশ্চাৎ ও উভয়পার্শ্বে থাকিয়া পদতল দেখা যাইত।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে ইহলোকে থাকিয়া পারলৌকিক হিতসাধনে মনোযোগী ছিলেন। দশ কুশলকর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। জনসম্মুখে হিতকথা বলিতেন। সর্বদা প্রাণীদের হিতসাধন করিতেন। এই সমস্ত পুণ্যপ্রভাবে সুচিত্রিত পদতল যে কোন পার্শ্বে থাকিলেও দেখা যাইত।

### দশম লক্ষণ কি?

উদ্ধগ্নলোমো। ১০

তাঁহার লোম সমূহের অগ্রভাগ উদ্ধর্মুখী ছিল, যেমন সাধারণের লোম সমূহ নীচর্মুখী, তেমন ছিল না। তিনি সর্বদা উন্নতর্মুখী কুশল সম্পাদন করিতেন বলিয়া লোমাগ্র উদ্ধর্মুখী হইয়াছিল।

### একাদশ লক্ষণ কি?

এণিজজ্বো। ১১

মহাপুরুষের জজ্বা এণিমৃগের ন্যায় মাংসল ছিল। সাধারণের ন্যায় জজ্বামাংস একদিকে স্ফীত নহে। চারিপার্শ্ব শালিগর্ভ (ধানের থোর) তুল্য মাংসদ্বারা আবৃত ছিল।

### ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে শিষ্যদিগের আশু উন্নতিকল্পে যত্ন সহকারে শিল্প শিক্ষা দিতেন। অহি বিদ্যা দি শিখাইতেন। পঞ্চশীল, দশশীল ও প্রাতিমোক্ষশীল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। যে কোন কাজে প্রত্যাশপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। শিষ্যগণকে যে কোন ক্ষুদ্র বিষয়েও কষ্ট দিতেন না। যাহাতে তাহারা শীঘ্র শিখিতে পারে, মেন সুব্যবস্থা করিতেন।

### দ্বাদশ লক্ষণ কি?

সুখুমচ্ছবি। ১২

মহাপুরুষের চেয়ারা অতিশয় মসৃণ ও স্নিগ্ধ ছিল। সেই কারণে শরীরে ধূলা-



ময়লা লাগিত না। যেমন পদ্ম পত্র হইতে জল পড়িয়া যায়, তেমন শরীরে কিছুই লাগিয়া থাকিত না। কেবল ঋতু সেবনার্থ ও দায়কগণের পুণ্যলাভার্থ স্নান বা হস্তপদ ধৌত করিতেন এবং ব্রত পালন করিতেন।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন যে – ভণ্ডে কুশল কি? অকুশল কি? সদোষকর কি? নির্দোষকর কি? কোন্ বিষয় পালন করিতে হইবে? কোন্ বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে? কি কাজ করিলে সুদীর্ঘ দিন অহিত-দুঃখ ভোগিতে হইবে এবং হিত-সুখকর হইবে? এই সব বিষয় নিয়া সর্বদা আলোচনা গবেষণা করিতেন বলিয়া সুকোমল চেয়ারা হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে কোন ময়লা লাগিত না। এই কারণে তিনি বিবিধমুখী প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

### ত্রয়োদশ লক্ষণ কি?

#### সুবল্লবল্ল। ১৩

মহাপুরুষের শরীর সুবর্ণ বর্ণ ছিল। কাঞ্চন সন্নিভ চর্ম্ম অর্থাৎ সুঘন-সুস্নিগ্ধ মৃদু শরীর বর্ণ ছিল।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে ক্রোধহীন ও উপায়াসহীন ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কর্কশ বাক্য বলিলেও রাগ করিতেন না, প্রতিহিংসা করিতেন না, উহা অন্তরে পোষণ করিতেন না। তিনি দাতা ছিলেন। সূক্ষ্ম-মৃদু সূতার বস্ত্র, রেশমী-পশমী বস্ত্র, কম্বল ও আস্তরণ দান দিতেন। সেই কারণে সাধারণ ব্যক্তিগণ প্রসন্ন হয়। যথা— আমিষদানে, বস্ত্রদানে, সম্মার্জনে ও ক্রোধত্যাগে। তিনি সুদীর্ঘকাল এই চারিটি গুণে অবস্থিত ছিলেন। তাই পুণ্যকর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ তাঁহার শরীর স্বর্ণ বর্ণ হইয়াছিল। সাধারণত যাহারা ক্রোধী, বস্ত্রদান পুণ্য যাহাদের নাই, তাহাদের বর্ণ কুৎসিত হয়।

চতুর্দ লক্ষণ কি?

কোসোহিত বখণ্ডেহা । ১৪

মহাপুরুষের উপস্থ বারণ-বৃষভের ন্যায় চর্মাভ্যন্তরে লুঙ্কায়মান ছিল, কেশের বর্ণ সুবর্ণ তুল্য ছিল ।

ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে নিরুদ্দেশ লোকদিগকে ও দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকিয়া যাহারা বাড়ীতে যাইতেছেন তেমন লোকদিগকে মাতা-পিতা জ্ঞাতি সুহৃদের নিকটে পৌছাইয়া দিতেন । তেমন পুত্রকে মাতার নিকটে, পিতাকে পুত্রে নিকটে, পুত্রকে পিতার নিকটে, ভ্রাতাকে ভ্রাতার নিকটে, ভ্রাতাকে ভগ্নির নিকটে, ভগ্নিকে ভ্রাতার নিকটে পৌছাইয়া দিতেন । তিনি কাহারও দোষকথা প্রচার করিতে না দিয়া সমস্ত বিষয় মীমাংসা করিয়া দিতেন । সেই পুণ্য প্রভাবে সাধারণের ন্যায় তাঁহার উপস্থ বাহিরে ছিল না । শরীরভ্যন্তরে লুঙ্কায়মান ছিল ।

পঞ্চদশ লক্ষণ কি?

নিগ্রোধপরিমণ্ডলো । ১৫

যেমন সুপরিমণ্ডল বটবৃক্ষ দীর্ঘ-প্রস্থে এক সমান, তেমন বুদ্ধের শরীর দীর্ঘ-প্রস্থে এক সমান ছিল । সাধারণ লোকের শরীর দীর্ঘ, ব্যাম হ্রস্ব, ব্যাম দীর্ঘ শরীর হ্রস্ব, তেমন বুদ্ধের ছিল না ।

ষোড়শ লক্ষণ কি?

অননোমন্তো । ১৬

মহাপুরুষগণ কুজ বা বামন হন না, কুজগনের উপরিমকায় অপরিপূর্ণ, বামনগণের নিম্নকায় অপরিপূর্ণ; শরীর নীচ না করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ হস্তযোগে জানু স্পর্শ করিতে পারে না । কিন্তু বোধিসত্ত্ব শরীর নমিত না করিয়াই উভয় হস্তে জানু মর্দন করিতে পারিতেন ।

### ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে এমনভাবে জসসেবা করিতে জানিতেন যে—লোকের অবস্থা ভেদে কাহাকে কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেন। লোকের ভাল-মন্দ বিশেষরূপে জানিয়া উপকার করিতেন। পুরুষকেও জানিতেন, পুরুষত্বকে প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে তাঁহার দেহ পরিমণ্ডলাকার হইয়াছিল ও শরীর নমিত করিয়া কোন দিকে গমন করিতে হইত না। তাঁহার গমনকালে নীচ বৃক্ষ, নীচ দরজা প্রভৃতি উচ্চ হইয়া যাইত। যেন তাঁহাকে নমিত হইয়া যাইতে না হয়। তিনি শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ধনে ধনী ছিলেন।

### সপ্তদশ লক্ষণ কি?

সীহপুস্কন্ধকাযো। ১৭

সিংহের শরীরের উপরভাগ পরিপূর্ণ, নীচভাগ অপরিপূর্ণ। কিন্তু মহাপুরুষের সিংহের উপরিমকায়ের ন্যায় সর্বাবয়ব পরিপূর্ণ ছিল। মনোহর কর্ম সাধনে দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল, কৃশ, বিস্তৃত প্রভৃতির মধ্যে যেখানে যে রূপ শোভা পায়, সে রূপ শরীর সুগঠিত ছিল। দশপারমী প্রভাবে তাঁহার সুশোভিত সুবর্ণকায় ছিল। কোন শিল্পী, কোন ঋদ্ধিমান ইহার অনুরূপ শরীর নির্মাণ করিতে সমর্থ নহে।

### অষ্টাদশ লক্ষণ কি?

চিত্তস্তরংসো। ১৮

সাধারণ ব্যক্তির মেরুদণ্ড স্থানে নীচ হওয়ায় পৃষ্ঠখানি দুই ভাগে বিভক্ত দেখায়। মহাপুরুষের তেমন ছিল না। সুবর্ণ ফলকের ন্যায় সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ মাংসপটলে পরিপূর্ণ ছিল।

### একোনবিংশ লক্ষণ কি?

সমবত্ত্বক্কো। ১৯

কাহারো কাহারো বক-বরাহের ন্যায় গলা দীর্ঘ, হ্রস্ব, বক্র, চেপ্টা কথা বলিবার

সময়ে গলার স্নায়ু ফুলিয়া উঠে; স্বর অস্পষ্ট, মহাপুরুষের তেমন নহে। তাঁহার সুবর্ণকঙ্কের ন্যায় গ্রীবা। বাক্যালাপ কালে গ্রীবার স্নায়ু ফুলিয়া উঠে না। মেঘগজ্জন তুল্য তাঁহার স্বর মহৎ।

### ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে বহুজনের সদর্থ পূর্ণ করিয়াছিলেন, লোকের হিতৈষী ছিলেন, নিরাপদ কামনা করিতেন ও নিৰ্ব্বাণকামী ছিলেন। তিনি সর্বদা চিন্তা করিতেন—কিৰূপে জনসম্মুখ শ্রদ্ধায়, শীলে, শ্রুতিতে, ত্যাগে, ধৰ্ম্মাচরণে, প্রজ্ঞালাভে, ধনধান্যে, ক্ষেত্র-বাস্তুতে, দ্বিপদে-চতুষ্পদে, পুত্র-দারে, দাস-কৰ্ম্ম-চারীতে, জ্ঞাতি লাভে, মিত্র-বান্ধবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে। এই মহাজনসেবার পুরস্কার স্বরূপ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এই সমস্ত গুণের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন।

### বিংশতি লক্ষণ কি?

রসগ্লসগ্নি। ২০

মহাপুরুষের একটি জিহবায় সপ্তশত রসনার কাজ করিত। একটা তিল পরিমাণ খাদ্য জিহবায় স্থাপিত হইলে সমস্ত শরীরে রস ব্যাপ্ত হইত। সেই কারণে ষড়্বর্ষ সাধনাকালে একটা তণ্ডুল, একটা মুগ রসনায় দিলে শরীর ব্যাপিয়া রস সঞ্চারিত হইত। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির তদ্রূপ অসাধ্য বলিয়া বহু রোগ ভোগিয়া থাকে।

### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন জীবকে পীড়া দিতেন না, হস্ত-টিল-দণ্ড-অস্ত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটিদ্বারা জীবের দুঃখ উৎপাদন করিতেন না। সেই কারণে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রোগশূন্য, ভয়শূন্য হইয়াছিলেন, শীতোষ্ণ জনিত কোন দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন নাই।

একবিংশতি লক্ষণ কি?

অভিনীলনেত্রো । ২১

বোধিসত্ত্বের চক্ষু নীলবর্ণ স্থানে উমাপুষ্প তুল্য অতি বিশুদ্ধ নীলবর্ণ, পীতবর্ণ স্থানে কণিকার পুষ্প তুল্য, লোহিতবর্ণ স্থানে বন্ধুজীবক পুষ্প তুল্য, শ্বেতবর্ণ স্থানে ওষধি (সুক) তারকা তুল্য, কৃষ্ণবর্ণ স্থানে আদ্রারিষ্ট তুল্য । তাঁহার সুবর্ণ বিমানোদঘাটিত মণিময় সিংহপঙ্কর তুল্য চক্ষু দুইটি দেখাইত ।

দ্বাবিংশতি লক্ষণ কি?

গোপস্থমো । ২২

মহাপুরুষের চক্ষুকোটর সদ্যজাত রক্তবর্ণ বাছুরের চক্ষুর ন্যায় ছিল । সাধারণের চক্ষুকোটর অপরিপূর্ণ এবং কাক-মূষিকের চক্ষু তুল্য হয়ত বাহিরে কিম্বা গভীরে চক্ষু অবস্থিত থাকে । কিন্তু মহাপুরুষের ধৌত সুমাজ্জিত মণিগোলকের ন্যায় মৃদু স্নিগ্ধ নীলাভ অক্ষি ছিল ।

ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে মৈত্রীচক্ষে সকলকে দর্শন করিতেন । প্রবঞ্চনা মূলক দর্শন তাঁহার ছিল না । সেই কারণে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন ।

ত্রয়োবিংশ লক্ষণ কি?

উণহীসসীসো । ২৩

মহাপুরুষের ললাট ও শির পরিপূর্ণ ছিল । তাঁহার ডান কর্ণচূল হইতে মাংসপেশী একটু উচ্চ হইয়া সমস্ত ললাট আচ্ছাদিত করিয়া বাম কর্ণচূলে সংযুক্ত ছিল । রাজ-মুকুটের ন্যায় তাঁহার মস্তক শোভা পাইত । কথিত আছে – “রাজাগণ তাঁহার মস্তক দেখিয়া উষ্ণীষ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।” কাহারো কাহারো মস্তক বানরের মস্তকাকৃতি,

ফলাকৃতি, কুষ্ঠাকৃতি, কিন্তু মহাপুরুষের মস্তক সূচ্যগ্রে জল বুদ্ধদতুল্য। সেই কারণে বস্ত্র বেষ্টিত ও উষ্ণীয় সংযুক্ত পরিমণ্ডল মস্তকে শোভা পাইত।

চতুবিংশ লক্ষণ কি?

একেকলোমো। ২৪

মহাপুরুষের এক এক লোমকূপে এক একখানি লোম ছিল। দুইটি লোম এক লোমকূপে ছিল না।

পঞ্চবিংশ লক্ষণ কি?

উগ্ধা। ২৫

মহাপুরুষের দুই ভ্রুর মধ্যে নাসিকার মস্তকে অতি পরিপূর্ণ ওষধি তারকার ন্যায় বর্ণ, সর্পিমণ্ডসিক্ত শত ধূনিত কার্পাস তুল্য, এক হাত দীর্ঘ, দক্ষিণাবর্ত, উর্দ্ধাগ্র হইয়া অবস্থিত একখানি উর্গা ছিল। উহা সুবর্ণথালার মধ্যে রজত বুদ্ধদ সদৃশ, সুবর্ণ ঘট হইতে নিস্ত্রান্ত ক্ষীরধারা তুল্য ও অরুণপ্রভারঞ্জিত গগণে তারকার ন্যায় সমুজ্জল ছিল।

ইহাদের পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে মিথ্যা কথা বলা প্রাণপণে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধিত্বসু, অপ্রবঞ্চক, হিতৈষী, এক বাক্য ব্যতীত দুই বাক্য বলিতেন না। সেই পুণ্যপ্রভাবে এক লোমকূপে একখানি মাত্র লোম ও পুণ্যকন্মের সাক্ষী স্বরূপ শোভা সমুজ্জল উর্গা জাত হইয়াছিল।

ষড়বিংশ লক্ষণ কি?

চত্বালীসদন্তো। ২৬

মহাপুরুষের দুই পঙক্তিতে বিশটি বিশটি করিয়া চল্লিশটি দন্ত ছিল। তাঁহার দন্তের মধ্যে ফাক ছিল না, সমস্ত শঙ্খপটলের ন্যায় এক সমান। কাহারও দন্ত কুন্তীরের দন্তের ন্যায় বিরল, মাছ মাংস খাওয়ার সময়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁহার কিন্তু কনকলতায় গাঁথা বজ্রপঙক্তির ন্যায় সমুজ্জল দন্ত ছিল।

সপ্তবিংশ লক্ষণ কি?

অবিরলদন্তো । ২৭

মহাপুরুষের দন্ত একটির পর একটি এমনভাবে সুসজ্জিত ছিল যে, দেখিতে যেমন কোন বিচিত্র শিল্পী তুলিকাযোগে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন ।

ইহাদের পূর্বকযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে পিণ্ডনবাক্য প্রাণপণে ত্যাগ করিয়াছিলেন । একজনের ভেদ কথা শুনিয়া একজনকে বলিতেন না । যাহাতে পরস্পরের অভেদ্য সখ্যতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়, তৎপ্রতি আগ্রহশীল ছিলেন । জনসঙ্ঘকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন । এই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার সুঘন সমুজ্জল চল্লিশটি দন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ।

অষ্টবিংশ লক্ষণ কি?

পহুতজিবেহা । ২৮

মহাপুরুষের জিহবা সাধারণের যেমন স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব, শক্ত, বিসম জিহবা হয়, তেমন ছিল না । তাঁহার মৃদু, দীর্ঘ, বিস্তৃত, সমুজ্জ্বল জিহবা ছিল । কেহ তাঁহার জিহবা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি মৃদুবিধায় জিহবাকে ঘুরাইয়া আনিয়া দুই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেন, বিস্তৃত বিধায় সমস্ত ললাট রসনাদ্বারা আচ্ছাদন করিতেন, দীর্ঘবিধায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেন । তাঁহার এই ত্রিলক্ষণসম্পন্ন জিহবা ছিল ।

একোনত্রিংশ লক্ষণ কি?

ব্রহ্মস্মরো । ২৯

কাহারো কাহারো স্বর-ছিন্ন, ভিন্ন ও কর্কশ । মহাপুরুষের স্বর মহাব্রহ্মার যেমন পিতৃ-শ্লেষ্মাহীন বিশুদ্ধ স্বর, তেমন ছিল । তাঁহার পূর্বকৃত পুণ্যফলে হৃদয়কোষ

খুব পরিশুদ্ধ ছিল। সেই কারণে নাভি হইতে সমুখিত স্বর অষ্টগুণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। সুরাবী করবীকে পক্ষীয় ন্যায় তাঁহার স্বর অতিশয় প্রাণারামদায়ক ছিল।

### ইহাদের পূর্ব্যযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ব জন্মে প্রাণপণে পুরুষ বাক্য বলা হইতে বিরত ছিলেন। যেই বাক্য কর্ণসুখকর, প্রেমসিক্ত, হৃদয়ঙ্গমকর, সুমধুর, জনসঙ্ঘের সুখদায়ক, তাহাই করিতেন। সেই পুণ্য প্রভাবে জিহবা ও স্বর লোকমনমুগ্ধকর হইয়াছিল।

### ত্রিংশ লক্ষণ কি?

সীহহনু। ৩০

সিংহের নিম্নস্থ হনু (চোয়াল) পরিপূর্ণ, উপরিস্থ হনু অপরিপূর্ণ। সিংহের নিম্নস্থ হনুর ন্যায় মহাপুরুষের উভয় হনু দ্বাদশীর চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত ছিল।

### ইহার পূর্ব্যযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বৃথাবাক্য ব্যয় প্রাণপণে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ফলবাদী ভূতবাদী অর্থবাদী ধর্মবাদী বিনয়বাদী সারগর্ভ বাক্যলাপী ছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার চোয়াল চন্দ্রেখা তুল্য সমুজ্জ্বল ছিল।

### একত্রিংশ লক্ষণ কি?

সমদন্তো। ৩১

মহাপুরুষের চলিশটি দন্ত এক সমান ছিল। এ জগতে কাহারো দন্ত উচ্চ, নীচ, বিসম। কিন্তু তাঁহার দন্ত শঙ্খপটলের ন্যায় সমান ছিল।

### দ্বাত্রিংশ লক্ষণ কি?

সুসুন্ধদাঠো। ৩২

কাহারো পৃতিদন্ত উঠিয়া থাকে। সেই কারণে দন্ত কালবর্ণ ও বিকৃতি হয়। কিন্তু মহাপুরুষের দন্তজ্যোতিঃ শুকতারার জ্যোতির চেয়েও অত্যধিক সমুজ্জ্বল ছিল।



### ইহার পূর্বযোগ কি?

বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে অসদুপায়ে জীবন যাপন ত্যাগ করিয়া যথাধর্ম জীবন যাপন করিতেন। তিনি যখন ব্যবসায়ী ছিলেন, তখন কাহাকেও ওজনে কম দিয়া, খারাপ বা ভেজাল বস্তু দিয়া প্রতারণা করিতেন না। মৎস্য, মাংস, বিষ, নেশা ও অস্ত্র এই পঞ্চ অধর্মবাণিজ্য করিতেন না। যাহা নিষ্পাপমূলক কাজ তাহাই করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। সেই কারণে পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ সমুজ্জ্বল সমদন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

### পরাজিত-পরিচয়

এ জগতে পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে ধর্ম-নীতি জানে, অথচ পালন করে না, সে প্রথম পরাজিত ব্যক্তি।

দ্বিতীয় পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে অসৎ সঙ্গ করে, সৎসঙ্গ করে না ও অসৎ বিষয় শ্রবণে আগ্রহ করে, দ্বিতীয় পরাজিত ব্যক্তি।

তৃতীয় পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে নিদ্রালু, জনসঙ্গপ্রিয়, উৎসাহ হীন, অলস ও ক্রোধী, সে তৃতীয় পরাজিত ব্যক্তি।

চতুর্থ পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবা করে না, নিজে ভাল খায়, মাতা-পিতাকে উপবাস রাখে ও বিবিধ দুঃখ প্রদান করে, সে চতুর্থ পরাজিত ব্যক্তি।

পঞ্চম পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে সৎপুরুষকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারণা করে, সে পঞ্চম পরাজিত ব্যক্তি।

ষষ্ঠ পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে ধনী, নিজে ভাল খায়, অথচ অপরকে তদনুরূপ দিতে চাহে না, সে কৃপণ ষষ্ঠ পরাজিত ব্যক্তি।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

সপ্তম পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে জাতি, ধন, গোত্র নিয়া মান করে, নিজের জ্ঞাতির তুল্য আর কেহ নাই বলিয়া মনে করে, সে সপ্তম পরাজিত ব্যক্তি।

অষ্টম পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, নেশাসেবী ও তাস-পাশা ক্রীড়ায় মত্ত, সে যাহা উপার্জন করে, সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সে অষ্টম পরাজিত ব্যক্তি।

নবম পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে স্বীয় স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, বেশ্যাসক্ত, পরদারসেবী, সে নবম পরাজিত ব্যক্তি।

দশম পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে বৃদ্ধ বয়সে তরুণী স্ত্রীর পাণিপীড়ন করে, সে দশম পরাজিত ব্যক্তি।

একাদশ পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে বহুভোজনী, অপব্যয়কারিণী স্ত্রীকে ও তাদৃশ পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে, সে একাদশ পরাজিত ব্যক্তি।

দ্বাদশ পরাজিত ব্যক্তি কে?

যে অল্প উপার্জন করে, অথচ অধিক ব্যয় করে, তাদৃশ অপরিমিতব্যয়ী ও মহালোভী, দ্বাদশ পরাজিত ব্যক্তি।

-----

## চণ্ডাল-পরিচয়

চণ্ডাল কাহাকে বলে?

যে ক্রোধী, বদ্বৈরী, অগুণকীর্তনকামী, পরলোক অবিশ্বাসী, মায়াবী, সে চণ্ডাল।

যে পশু-পক্ষী হত্যা করে, যাহার চিণ্ডে জীবের প্রতি করুণা নাই, সে চণ্ডাল।

যে গ্রামের ও নগরের অনিষ্ট করে এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, সে চণ্ডাল।

যে পরের অধিকার ভুক্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করে, সে চণ্ডাল।

যে মহাজনের ঋণ না দিবার ইচ্ছায় পলায়ন করে, সে চণ্ডাল।

## অষ্টশতোত্তর তৃষ্ণা-পরিচয়

যে পথে লুট তরাজ করে ও তজ্জন্য হত্যা করিতে দ্বিধা করে না, সে চণ্ডাল ।  
যে নিজের জন্য, পরের জন্য ও ধনের জন্য মিথ্যা সাক্ষী দেয়, সে চণ্ডাল ।  
যে জ্ঞাতি, মিত্র ও পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, সে চণ্ডাল ।  
যে সমর্থ হইয়া মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ দেয় না, সে চণ্ডাল ।  
যে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি ও শ্বশুর-শ্বশুরীকে প্রহার করে ও দুর্বাক্য বলে, সে চণ্ডাল ।

যে সৎ পরামর্শ না দিয়া কুপরামর্শ দেয়, সত্য গোপন করিয়া অহিত সাধন করে, সে চণ্ডাল ।  
যে গোপনে পাপানুষ্ঠান করিয়া মুখে সাধুতার ভাণ দেখায়, সে চণ্ডাল ।  
যে পরগৃহে যাইয়া উত্তম খায়, নিজগৃহে আগত ব্যক্তিকে তদনুরূপ সেবা করে না, সে চণ্ডাল ।  
যে সাধু ব্যক্তিকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারণা করে, সে চণ্ডাল ।  
যে ভিক্ষার্থ আগত সৎপুরুষকে দান দেওয়া দূরে থাকুক, কটুবাক্যে ঈর্ষা করে, সে চণ্ডাল ।  
যে আত্মপ্রশংসা করে, পরকে নিন্দা ও ঘৃণা করে এবং অহঙ্কারী, সে চণ্ডাল ।  
যে ঈর্ষুক, দানের অন্তরায়কারী, পাপমতি, পরশ্রীকাতর, শঠ, লজ্জাহীন ও ভয়শূন্য, সে চণ্ডাল ।

-----

## নীবরণ-পরিচয়

নীবরণ কাহাকে বলে?

সত্যপথ লাভে যাহা আবরণ বা পরিপন্থী তাহাকে নীবরণ বলে ।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

নীবরণ কয় প্রকার ও কি কি?

নীবরণ ৫ প্রকার। যথা- কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কুক্কুচ্চ ও বিচিকিৎসা।

কামচ্ছন্দ কাহাকে বলে?

কামসেবনের ইচ্ছা, কামবাসনা, কামতৃষ্ণা।

কাম-ইচ্ছা কিরূপে উৎপন্ন হয়?

শোভন, সুশ্রী নিমিত্ত চিত্তে আঁকড়াইলে।

কাম-ইচ্ছা কিরূপে ধ্বংশ হয়?

অশুভ বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে।

ব্যাপাদ কাহাকে বলে?

চিত্তের বিপরীত ভাবকে বা পরের অনিষ্ট কামনা করাকে ব্যাপাদ বলে। ইহা হিংসার অপর নামান্তর।

ব্যাপাদ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

প্রতিঘ বা ক্রোধ নিমিত্তের কারণ হইতে।

ব্যাপাদ কিরূপে ধ্বংশ হয়?

মৈত্রী চিন্তা করিলে।

স্ত্যান-মিদ্ধ কাহাকে বলে?

চিত্তের অবসাদকে স্ত্যান ও কায়ের অবসাদকে মিদ্ধ বলে।

স্ত্যান ও মিদ্ধ দুইটি একত্রে বলা হইয়াছে কেন?

দুইটি চিত্তের সঙ্কোচ সাধন করে বলিয়া ‘কৃত্য’। তন্ম্রা ও বিজ্ঞ্তন (হাই তোলা) ইহাদের ‘প্রত্যয়’। বীৰ্য্য উহাদের ‘প্রতিপক্ষ’। এই তিনটি বিষয় সমান সমান ভাবে আছে বলিয়া।

স্ত্যান-মিদ্ধ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

অনভিরতি, আলস্য, বিজ্ঞ্তন, ভোজনান্তে অবসাদ, অকল্যাণাব হইতে।

কিরূপে স্ত্যান-মিদ্ধ ধংশ হয়?

দৃঢ় বীৰ্য্য অনুষ্ঠানে ।

ঔদ্ধত্য-কুক্কুচ্চ কাহাকে বলে?

চিন্তের উদ্ধত ভাবকে ঔদ্ধত্য ও পুণ্য সঞ্চয়ের অভাবে এবং পাপানুষ্ঠানের কারণে  
যে অনুতাপ অনুশোচনা তাহাকে কুক্কুচ্চ বলে ।

ঔদ্ধত্য ও কুক্কুচ্চ দুইটি একত্রে বলা হইয়াছে কেন?

দুইটি চিন্তকে অনুপশান্ত করে বলিয়া ‘কৃত্য’ । জ্ঞাতি ব্যসনাদি ও বিতর্ক ইহাদের  
‘প্রত্যয়’ । উপশান্ত ভাব উহাদের ‘প্রতিপক্ষ’ । এই তিনটি বিষয় সমান সমান  
ভাবে আছে বলিয়া ।

ঔদ্ধত্য-কুক্কুচ্চ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

চিন্তের অনুপশান্ত ভাব হইতে ।

কিরূপে ঔদ্ধত্য-কুক্কুচ্চ ধংশ হয়?

চিন্ত উপশান্ত হইলে ।

বিচিকিৎসা কাহাকে বলে?

বুদ্ধাদির প্রতি শঙ্কা সন্দেহ ভাবের উদ্বেক হইলে বিচিকিৎসা বলে ।

বিচিকিৎসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

বিপরীত ভাবে মনোনিবেশ হইতে ।

বিচিকিৎসা কিরূপে ধংশ হয়?

যথাযথভাবে মনোনিবেশ করিলে ।

পঞ্চনীবরণের ৫টি উপমা কিরূপ?

কামচ্ছন্দ - ঋণ তুল্য ।

ব্যাপাদ - রোগ তুল্য ।

স্ত্যান-মিদ্ধ - কারাগার তুল্য ।

ঔদ্ধত্য-কুক্কুচ্চ - দাসত্ব তুল্য ।

বিচিকিৎসা - শঙ্কা-সঙ্কুল-কানন-মার্গ তুল্য ।

-----

## সঙ্কায়দৃষ্টি-পরিচয়

সঙ্কায়দৃষ্টি সর্বসমেত কয়টি এবং কি কি?

সঙ্কায়দৃষ্টি ২০ টি। যথাঃ-

- ১। রূপকে আত্মভাবে দেখা। যেই রূপ সেই আমি, যেই আমি সেই রূপ। রূপ ও আত্ম অদ্বয়ভাবে গ্রহণ। যেমন প্রজ্জলিত প্রদীপের যাহা শিখা তাহা বর্ণ, যাহা বর্ণ তাহা শিখা। শিখা ও বর্ণকে অদ্বয়ভাবে গ্রহণ।
- ২। আত্মাকে রূপভাবে দেখা। রূপকে আত্মভাবে গ্রহণ করিয়া ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষকে আত্মা, ছায়াকে রূপ বা ছায়াকে আত্মা, বৃক্ষকে রূপ বলিয়া গ্রহণ।
- ৩। আত্মাতে রূপ দেখা। পুষ্পে গন্ধ বা গন্ধে পুষ্পভাবে গ্রহণ। পুষ্পকে আত্মা, গন্ধকে রূপ; রূপকে আত্মা, গন্ধকে রূপভাবে গ্রহণ।
- ৪। রূপে আত্মাদর্শন করা। রূপকে আত্মভাবে গ্রহণ করিয়া করণে মণিতুল্য আত্মাকে রূপভাবে গ্রহণ। তদ্রূপ-
- ৫। বেদনাকে আত্মভাবে দর্শন করা।
- ৬। আত্মাকে বেদনাভাবে দর্শন করা।
- ৭। আত্মাতে বেদনা দর্শন করা।
- ৮। বেদনায় আত্মা দর্শন করা।
- ৯। সংজ্ঞাকে আত্মভাবে দর্শন করা।
- ১০। আত্মাকে সংজ্ঞাভাবে দর্শন করা।
- ১১। আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করা।
- ১২। সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করা।
- ১৩। সংস্কারকে আত্মভাবে দর্শন করা।

- ১৪। আত্মাকে সংস্কারভাবে দর্শন করা।
- ১৫। আত্মায় সংস্কার দর্শন করা।
- ১৬। সংস্কারে আত্মা দর্শন করা।
- ১৭। বিজ্ঞানকে আত্মাভাবে দর্শন করা।
- ১৮। আত্মাকে বিজ্ঞানভাবে দর্শন করা।
- ১৯। আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করা।
- ২০। বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করা।

-----

### পঞ্চস্বক্ক-পরিচয়

পঞ্চস্বক্ক কাহাকে বলে ও একেকটি কত প্রকার?

পঞ্চস্বক্ক ৫টি। যথা- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

- ১। রূপস্বক্ক - ১১২ প্রকার।
  - ২। বেদনাস্বক্ক - ৭২ প্রকার।
  - ৩। সংজ্ঞাস্বক্ক - ২৪ প্রকার।
  - ৪। সংস্কারস্বক্ক - ২৪ প্রকার।
  - ৫। বিজ্ঞানস্বক্ক - ২৪ প্রকার।
- পঞ্চস্বক্ক সর্বমেত ২৫৬ প্রকার।

১১২ প্রকার রূপস্বক্ক কি?

ভূতরূপ ৪টি - পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু।

বস্তুরূপ ৬টি - চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়, হৃদয়।

গোচররূপ ৫টি - রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ।

ভাবরূপ ২টি - স্ত্রীভাব, পুংভাব।

জীবিতরূপ ১টি - জীবিতেন্দ্রিয়।

আহাররূপ ১টি - ওজঃ।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

পরিচ্ছেদরূপ ১টি - আকাশ ।

বিজ্ঞপ্তিরূপ ২টি - কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক্য বিজ্ঞপ্তি ।

বিকাররূপ ৩টি - লঘুত, মৃদুতা, কর্মজ্ঞতা ।

লক্ষণরূপ ৪টি - উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা ।

এখানে 'ভাবরূপ' ২টি গণনায় ১টি গৃহীত । ভূতরূপ- ৪টি ও উপাদারূপ ২৪টি, এই ২৮টিকে ও সঙ্কায়দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে  $২৮ \times ৪ = ১১২$  টি সমবায়ে রূপস্কন্ধ ।

### ৭২ প্রকার বেদনাস্কন্ধ কি?

১। চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা ।

২। শ্রোত ,, বেদনা ।

৩। ঘ্রাণ ,, বেদনা ।

৪। জিহাব ,, বেদনা ।

৫। কায় ,, বেদনা ।

৬। মনো ,, বেদনা ।

এই ৬টি বেদনাকে-

১। সুখ বেদনা ।

২। দুঃখ বেদনা ।

৩। উপেক্ষা বেদনা ।

এই তিনটি বেদনা দ্বারা গুণন করিলে  $৬ \times ৩ = ১৮$  টি হয় । এই ১৮টি বেদনাকে ৪ সঙ্কায়দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে  $১৮ \times ৪ = ৭২$  টি বেদনাস্কন্ধ ।

### ২৪ প্রকার সংজ্ঞাস্কন্ধ কি?

১। রূপ সংজ্ঞা ।

২। শব্দ সংজ্ঞা ।

৩। গন্ধ সংজ্ঞা ।

৪। রস সংজ্ঞা ।

৫। স্পর্শ সংজ্ঞা ।



৬। ধর্ম সংজ্ঞা।

এই ৬টি সংজ্ঞাকে ৪ স্কাইদৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে  $৬ \times ৪ = ২৪$ টি সংজ্ঞাস্কন্ধ।

২৪ প্রকার সংস্কার স্কন্ধ কি?

অভিধর্ম মতে সংস্কার ৫০ প্রকার। তৎমধ্যে একটা 'চেতনা'কে প্রধানভাবে গণনা করিলে—

- ১। রূপ সংস্কার।
- ২। শব্দ সংস্কার।
- ৩। গন্ধ সংস্কার।
- ৪। রস সংস্কার।
- ৫। স্পর্শ সংস্কার।
- ৬। ধর্ম সংস্কার।

এই ৬টি সংস্কারকে ৪ স্কাইদৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে  $৬ \times ৪ = ২৪$ টি সংস্কারস্কন্ধ।

২৪ প্রকার বিজ্ঞানস্কন্ধ কি?

- ১। চক্ষু বিজ্ঞান।
- ২। শ্রোত্র বিজ্ঞান।
- ৩। ঘ্রাণ বিজ্ঞান।
- ৪। জিহ্বা বিজ্ঞান।
- ৫। কায় বিজ্ঞান।
- ৬। মনো বিজ্ঞান।

এই ৬টি বিজ্ঞানকে ৪ স্কাইদৃষ্টি দ্বারা গুণন করিলে  $৬ \times ৪ = ২৪$ টি বিজ্ঞানস্কন্ধ।

-----

## নিয়তানিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি-পরিচয়

নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি কয়টি ও কি কি?

ইহা তিন প্রকার। যথা -

- ১। নাস্তিকদৃষ্টি - সুকৃত-দুস্কৃত কর্ম ও কর্মফলে অবিশ্বাস।
- ২। অহেতুদৃষ্টি - জীবের পূর্ব হেতুতে অবিশ্বাস।
- ৩। অক্রিয়াদৃষ্টি - কুশলাকুশল কর্মে ও তাহার কৃতাকৃত কর্মে অবিশ্বাস।

অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি কি কি?

৪৪ প্রকার শাস্বত দৃষ্টি ও ১৮ প্রকার উচ্ছেদ দৃষ্টি এই ৬২ প্রকারকে অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি বলে।

(বিস্তৃত 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' দ্রষ্টব্য)

## নববিধ ব্যাপাদ-পরিচয়

হিংসা উৎপাদনের হেতু কয়টি ও কি কি?

ইহা ৯টি। যথা -

- ১। আমার অনিষ্ট করিয়াছে এই বলিয়া রাগ করে।
- ২। আমার অনিষ্ট করিতেছে ,, ,, ,, ,,
- ৩। আমার অনিষ্ট করিবে ,, ,, ,, ,,
- ৪। আমার প্রিয়জনের অনিষ্ট করিয়াছে এই বলিয়া রাগ করে
- ৫। আমার প্রিয়জনের অনিষ্ট করিতেছে ,, ,, ,, ,,
- ৬। আমার প্রিয়জনের অনিষ্ট করিবে ,, ,, ,, ,,
- ৭। আমার শত্রুর উপকার করিয়াছে এই বলিয়া রাগ করে
- ৮। আমার শত্রুর উপকার করিতেছে ,, ,, ,, ,,
- ৯। আমার শত্রুর উপকার করিবে ,, ,, ,, ,,

-----

### কণ্টক-পরিচয়

মনুষ্যত্ব লাভের কণ্টক কয়টি ও কি কি?

ইহা ১০টি। যথা -

- ১। বিবেক বাসের কণ্টক- জনসঙ্গপ্রিয়তা।
- ২। অশুভ চিন্তার কণ্টক- শোভন নিমিত্ত।
- ৩। ইন্দ্রিয় সংযমের কণ্টক-নাচ-গীত-বাদ্য বিপরীত দর্শন।
- ৪। ব্রহ্মচর্যের কণ্টক-স্ত্রীলোক।
- ৫। প্রথম ধ্যানের কণ্টক-শব্দ।
- ৬। দ্বিতীয় ধ্যানের কণ্টক-বিতর্ক-বিচার।
- ৭। তৃতীয় ধ্যানের কণ্টক প্রীতি।
- ৮। চতুর্থ ধ্যানের কণ্টক-নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
- ৯। সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তির-কণ্টক সংজ্ঞা-বেদনা।
- ১০। সাধারণের কণ্টক-কাম-দ্বेष-মোহ।

-----

### শরীরধর্ম-পরিচয়

শরীর ধর্ম কয়টি ও কি কি?

শরীর ধর্ম ১০টি, যথা -

- ১। শীত, ২। উষ্ণ, ৩। ক্ষুধা, ৪। পিপাসা, ৫। বাহ্য, ৬। প্রসাব, ৭। কায়িক সংযম, ৮। বাচনিক সংযম, ৯। জীবিকা সংযম, ১০। পুনর্জন্মদায়ক ভব সংস্কার।

-----

### পারমী-পরিচয়

প্রধানত পারমী কয় প্রকার ও কি কি?

পারমী ৩ প্রকার। যথা— দান পারমী, দান উপপারমী ও দান পরমার্থপারমী।

দান পারমী কাহাকে বলে?

পুত্র, ধন প্রভৃতি বাহ্যিক দান করাকে দান পারমী বলে।

দান উপপারমী কাহাকে বলে?

স্বীয় দেহের কোন অংশ দান করাকে দান উপপারমী বলে।

দান পরামার্থপারমী কাহাকে বলে?

স্বীয় জীবন দান করাকে দান পরমার্থপারমী বলে।

-----

### ষড়ছিদ্র-পরিচয়

দেহের ষড়ছিদ্র কি কি?

আলস্য, প্রমাদ, হীনবীর্য্য, অসংযম, নিদ্রা ও তন্দ্রা।

-----

### নিষিদ্ধবাণিজ্য-পরিচয়

ধার্মিক মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ বাণিজ্য কয়টি ও কি কি?

নিষিদ্ধ বাণিজ্য ৫টি। যথা —

১। অস্ত্র বাণিজ্য, ২। হত্যা কারণে প্রাপী বাণিজ্য, ৩। মাংস বাণিজ্য, ৪।

নেশা বাণিজ্য, ৫। বিষ বাণিজ্য।

-----

### চারি পরিহানি-পরিচয়

মানবের নৈতিক পরিহানি কয় কারণে হয় ও কি কি?

## কামবিরতি-পরিচয়

মানবের ৪টি কারণে পরিহানি হয়। যথা—

- ১। অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান না করিলে।
- ২। জীর্ণ দ্রব্যের সংস্কার বা মেরামত না করিলে।
- ৩। আয়ের অতিরিক্ত পান-ভোজনে ব্যয় করিলে।
- ৪। অসৎ স্ত্রী-পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলে।

-----

## সপ্তপরিহানি-পরিচয়

মানবের কয়টি কারণে অধঃপতন হয় ও কি কি?

মানবের ৭টি কারণে অধঃপতন হয়। যথা—

- ১। যে ভিক্ষু বা সৎপুরুষ দর্শন করে না।
- ২। যে সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না।
- ৩। যে পঞ্চ-অষ্টশীল পালন করে না।
- ৪। যে সৎপুরুষের প্রতি বা ভিক্ষুর প্রতি অপ্রসন্ন হয়।
- ৫। যে দোষ গ্রহণার্থ ধর্মশ্রবণ করে।
- ৬। যে নিত্য ছিদ্র অন্বেষণ করে।
- ৭। যে সজ্ঞ ক্ষেত্রের বাহিরে গ্রহিতা অন্বেষণ ও গৌরব প্রদর্শন করে।

-----

## মানবধর্ম-পরিচয়

পাপ সঞ্চয়ের মূল কি?	লোভ।
পুণ্য সঞ্চয়ের মূল কি?	সংযম।
নিত্য ব্যবহার্য ধন কি?	সত্ত্বষ্টি।
পুণ্য বৃদ্ধির উপায় কি?	কল্যাণমিত্র।
বিষয়ীর প্রধান হানি কি?	ধনহানি।
শ্রীবৃদ্ধির সম্পদ কি?	প্রজ্ঞা।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

মহা অনিষ্টকারী কি?	প্রমাদ ।
প্রকৃত অমৃত কি?	অপ্রমাদ ।
সর্ববিষয়ের পরিপন্থী কি?	আলস্য ।
সর্বার্থসাধক কি?	বীর্য্য ।

প্রকৃত অজ্ঞানী কে?

যে অনাগত চিন্তা করে, আগত চিন্তায় উদাসীন ।

তৃষ্ণাকে বাড়ায় কে?

যে অধর্মকে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম মনে করে ।

প্রকৃত অভাবস্থ কে?

যে সঞ্চিত দ্রব্যের অপব্যবহার করে, উন্নতির পথ রুদ্ধ করে ।

নিত্য পীড়িত কে?

যে তৃষ্ণার সেবক ।

বিপদকে বাড়ায় কে?

যে ক্রোধের আহুতি দান করে ।

প্রকৃত সঞ্চয়ী কে?

যে আমিষধন ও ধর্মধন সঞ্চয় করে ।

প্রকৃত মানুষ কে?

যে মিতব্যয় ও ইন্দ্রিয় সংযম করে ।

প্রকৃত বলশালী কে?

যে স্মৃতিবলে ও সমাধিবলে শক্তিশালী ।

-----

### মিত্র-পরিচয়

মিত্রতা কয় প্রকার হয় ও কি কি?

মিত্রতা চারি কারণে হয়। যথা-

- ১। দান করিলে, ২। প্রিয়বচন বলিলে, ৩। উপকার করিলে, ৪। সমদর্শিতা গুণ প্রদর্শন করিলে।

-----

### কাজ-কথা-পরিচয়

- ১। কেহ কথায় বলে, কাজে করে না।  
২। কেহ কাজে দেখায়, কথায় বলে না।  
৩। কেহ কাজেও দেখায় না, কথায়ও বলে না।  
৪। কেহ কাজেও দেখায়, কথায়ও বলে।

### সপ্তধন-পরিচয়

আর্য্য মানবের সপ্তধন কি?

শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতজ্ঞান, ত্যাগ ও প্রজ্ঞাধন।

-----

### অষ্টবল-পরিচয়

- ১। বালকের রোদনে বল।  
২। স্ত্রীলোকের ক্রোধে বল।  
৩। চোরের অস্ত্রে বল।  
৪। রাজার ধন-সম্পদে বল।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

- ৫। মূর্খের দোষ উত্থাপনে বল।
- ৬। পণ্ডিতের দমনে বল।
- ৭। বহুশ্রুতের উপায়ে বল।
- ৮। শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ক্ষান্তিতে বল।

## কামবিরতি-পরিচয়

কাম দমনের উপায় কি?

কামভাব জাগ্রত হইলে ৮টি বিষয়ের যে কোনটি চিন্তা করিবে। যথা-

- ১। অশুভ চিন্তা, ২। মরণ চিন্তা, ৩। আহাৰ্য্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা উৎপাদন,
- ৪। জগতের প্রতি উদাসীন ভাব, ৫। অনিত্য বস্তুতে দুঃখ চিন্তা, ৬। দুঃখময় বস্তুতে অনিত্য চিন্তা, ৭। ত্যাগ চিন্তা, ৮। যাবতীয় বিষয়ে বিরাগ চিন্তা।

## আসব-পরিচয়

আসব-কারণে কোথায় জন্ম হয়?

- ১। এমন আসব আছে নিরয়ে জন্ম দেয়।
- ২। এমন আসব আছে তির্য্যগকূলে জন্ম দেয়।
- ৩। এমন আসব আছে প্রেতলোকে জন্ম দেয়।
- ৪। এমন আসব আছে মনুষ্য ভুবনে জন্ম দেয়।
- ৫। এমন আসব আছে দেবলোকে জন্ম দেয়।

-----

## সাগর-পরিচয়

- ১। সংসার-সাগর-সত্ত্বগণের জন্ম প্রবাহ।
- ২। জল-সাগর-৮৪ হাজার ষোড়শ গভীর সমুদ্র।
- ৩। ন্যায়-সাগর-ত্রিপিটক বুদ্ধ-বচন।



৪। জ্ঞান-সাগর-সর্বজ্ঞতা জ্ঞান।

### অষ্টশতোত্তর তৃষ্ণা-পরিচয়

মানবের তৃষ্ণা কত প্রকার?

তৃষ্ণা মোট ১০৮ প্রকার।

তাহা কিরূপ?

কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা ৩টি। এই তৃষ্ণা অধ্যাত্ম ও বহিরাত্মভেদে ২টি।  
কাজেই  $৩ \times ২ = ৬$ টি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মন আয়তন ৬টি। কাজেই  $৬ \times ৬ = ৩৬$ টি।

তৃষ্ণা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালীয় ৩টি। কাজেই  $৩৬ \times ৩ = ১০৮$ টি  
তৃষ্ণা।

-----

### প্রধান তীর্থীয় উপাসক-পরিচয়

১। নালন্দা গ্রামে - উপালি গৃহপতি।

২। কপিলপুরে - বশ্শশাক্য।

৩। বৈশালী নগরে - সিংহসেনাপতি।

এই তিনজন তীর্থীয় উপাসক, পরে বুদ্ধের উপাসক হইয়াছিলেন।

### অনিদ্রা-পরিচয়

কোন কোন মহাযোগী কত বৎসর শয়ন ত্যাগ করিয়াছিলেন?

সারীপুত্র স্থবির ৩০ বৎসর।

মোগ্গল্লান স্থবির ৩০ বৎসর।

মহাকস্সপ স্থবির ১২০ বৎসর।

অনুরুদ্ধ স্থবির ৫৫ বৎসর।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

বকুল স্থবির	৮০ বৎসর ।
ভদ্রিয় স্থবির	৩০ বৎসর ।
সোণ স্থবির	১৮ বৎসর ।
আনন্দ স্থবির	১৫ বৎসর ।
রাহুল স্থবির	১২ বৎসর ।
নালক স্থবির	আজীবন ।

-----

## নগর-পরিচয়

বুদ্ধের ধর্মনগরের বর্ণনা কিরূপ?  
ধর্মনগর - নিব্বার্ণ ।  
শীল - উহার প্রাচীর ।  
লজ্জা - পরিখা ।  
জ্ঞান - দ্বারমুখ ।  
বীর্য - অটালক বা প্রাচীরের ক্ষুদ্র গৃহ ।  
শ্রদ্ধা - চৌকাট ।  
স্মৃতি - দৌবারিক ।  
প্রজ্ঞা - প্রাসাদ ।  
সুত্তন্ত - চত্বর ।  
অভিধর্ম - শৃঙ্গাটক ।  
বিনয় - বিচার ।

-----

## উন্নত - পরিচয়

উন্নত কাহাকে বলে?

মার্গ-ফল অপ্রাপ্ত সাধারণ লোককে বা পৃথগ্জনকে উন্নত বলে ।

উন্নত পৃথগ্জন কয় প্রকার ও কি কি?

দুই প্রকার । যথা - কল্যাণ পৃথগ্জন ও অন্ধ পৃথগ্জন ।

কল্যাণ পৃথগ্জন কাহাকে বলে?

যাহারা দান-শীল-ভাবনায় নিরত থাকে ।

অন্ধ পৃথগ্জন কাহাকে বলে?

পুণ্য সঞ্চয়ে যাহারা উদাসীন ।

সাধারণ উন্নত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত?

আট শ্রেণীতে বিভক্ত ।

তাহাদের লক্ষণ সহ বর্ণনা কিরূপ?

- ১ । কামোন্নত - লোভের বশীভূত ।
- ২ । ক্রোধোন্নত - দোষের বশীভূত ।
- ৩ । দৃষ্টিউন্নত - ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত ।
- ৪ । মোহোন্নত - অজ্ঞানতার বশীভূত ।
- ৫ । যক্ষোন্নত - অপদেবতার বশীভূত ।
- ৬ । পিত্তোন্নত - পিত্তের বশীভূত ।
- ৭ । সুরাউন্নত - নেশার বশীভূত ।
- ৮ । ব্যসনোন্নত - শোকের বশীভূত ।

-----

## মৃত্যু-পরিচয়

সাধারণত মৃত্যু কয় প্রকার ও কি কি?

মৃত্যু চারি প্রকার । যথা- আয়ুক্ষয়, কর্মক্ষয়, উভয়ক্ষয় ও উপচ্ছেদ মৃত্যু ।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

এইগুলির উপমা কিরূপ?

প্রাণী - অগ্নি শিখা তুল্য ।

তৈল - কর্ম তুল্য ।

পলিতা - আয়ু তুল্য ।

উপচ্ছেদ মৃত্যু কিরূপে হয়?

জলে ডুবিয়া, বজ্র পড়িয়া, দেবদত্ত ও সুপ্রবুদ্ধ তুল্য পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ।

অন্য প্রকার উপচ্ছেদ মৃত্যু কিরূপ?

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, বিরুদ্ধ ব্যবহার, সংক্রামক, ঋতুজ ও কর্মবিপাক ভেদে ৮ প্রকার রোগ । তৎমধ্যে কর্মবিপাকে যে মৃত্যু, তাহা উপচ্ছেদ মৃত্যু ।  
অপর ৭টি রোগে মৃত্যু হইলে কর্মক্ষয় মৃত্যু ।

-----

## সত্ত্বাস-পরিচয়

সত্ত্ব কয় প্রকার ও কি কি?

সত্ত্ব ৯ প্রকার । যথা—

- ১ । নানাঅকায় নানাত্বসংজ্ঞী - মনুষ্য, কোন কোন দেবতা, কোন কোন বিনিপাতিক অসুর ।
- ২ । নানাঅকায় একত্বসংজ্ঞী - ব্রহ্মকায়িক দেবতা, নিরয়তীর্যগ্-প্রেত-অসুরবাসী ।
- ৩ । একত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী-আভস্সর ব্রহ্মবাসী ।
- ৪ । একত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী-আভস্সর ব্রহ্মবাসী ।
- ৫ । অসংজ্ঞ সত্ত্ব-অসংজ্ঞ ব্রহ্মবাসী ।
- ৬ । আকাশানন্তায়তন সত্ত্ব-প্রথম অরূপবাসী ।
- ৭ । বিজ্ঞানানন্তায়তন সত্ত্ব-দ্বিতীয় অরূপবাসী ।
- ৮ । আকিঞ্চন্যায়তন সত্ত্ব-তৃতীয় অরূপবাসী ।
- ৯ । নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা সত্ত্ব-চতুর্থ অরূপবাসী ।

## বিবেক-পরিচয়

বিবেক কয় প্রকার ও কি কি?

বিবেক ৩ প্রকার। যথা- কায় বিবেক, চিত্ত বিবেক ও উপধি বিবেক।

কায় বিবেক কাহাকে বলে?

কায়ের একাকী ভাব, ইহা দ্বারা জন সজ্ঞপ্রিয়তা বিদূরীত হয়।

চিত্ত বিবেক কাহাকে বলে?

অষ্ট রূপাবচর চারিধ্যান ও অরূপাবচর চারি ধ্যান এই অষ্ট সমাপত্তি। ইহাদ্বারা আসক্তি প্রিয়তা বিদূরীত হয়।

উপধি বিবেক কাহাকে বলে?

নির্ব্বাণ। ইহাদ্বারা সংস্কারপ্রিয়তা বিদূরীত হয়।

-----

## কুশলাকুশীলবীথী-পরিচয়

কুশলাকুশল পথ কয় পত্রার ও কি কি?

অকুশলপথ ৫ প্রকার। যথা-

অশ্রদ্ধা, ক্ষান্তিহীনতা, আলস্য, প্রমাদ ও অজ্ঞনতা।

কুশল পথ ৫ প্রকার। যথা-

শ্রদ্ধা, ক্ষান্তি, বীর্য্য, স্মৃতি ও জ্ঞান।

-----

## দাতা-পরিচয়

দান করিয়া দাতা কয়টি ফল লাভ করে ও কি কি?

৫টি ফল লাভ করে। যথা-

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

- ১। বহুজনের ভালবাসা লাভ করে।
- ২। সাধু পুরুষেরা দাতার গুণ স্মরণ করে।
- ৩। কীর্তি যশের অভ্যুদয় হয়।
- ৪। গৃহী-জীবন সার্থক হয়।
- ৫। মরণান্তে মনুষ্য কিম্বা দেবতা হয়।

### শুদ্ধি-পরিচয়

প্রাণীদের শুদ্ধিলাভ কি উপায়ে হয় ও কি কি?  
৪টি বিষয় পালন করিলে শুদ্ধিলাভ হয়। যথা—

- ১। সুকর্ম সাধনে।
- ২। সদ্ধর্ম আচরণে।
- ৩। সৎশিল্প অনুষ্ঠানে।
- ৪। প্রত্যেক বিষয়ে সংযম অবলম্বনে।

### বুদ্ধক্ষেত্র-পরিচয়

বুদ্ধক্ষেত্র কয় প্রকার ও কি কি?

৩ প্রকার বুদ্ধক্ষেত্র। যথা – জাতিক্ষেত্র, আদেশক্ষেত্র ও বিষয়ক্ষেত্র।

জাতিক্ষেত্র কাহাকে বলে?

- ১। দশ সহস্র চক্রবাল লইয়া এক জাতিক্ষেত্র। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ প্রভৃতির সময়ে যতদূর স্থান কম্পিত হয়।

আদেশ ক্ষেত্র কাহাকে বলে?

- ২। কোটি শত সহস্র চক্রবাল লইয়া এক আদেশক্ষেত্র। রতনসুত্তং, খঙ্কপরিত্তং, মোরপরিত্তং, ধজ্জগপরিত্তং, আটানাটিয় পরিত্তং, এই সূত্রগুলির প্রভাব যতদূর বিস্তৃত হয়।

বিষয়ক্ষেত্র কাহাকে বলে?

- ৩। অনন্ত অপরিমাণ পৃথিবীকে।

### জ্ঞান-পরিচয়

জ্ঞান কয় প্রকারে সঞ্চিত হয় ও কি কি?

জ্ঞান ৩ প্রকারে সঞ্চিত হয়। যথা - চিন্তাময়, শ্রুতময় ও ভাবনাময়।

১। চিন্তাময় জ্ঞান কাহাকে বলে?

অপরের নিকট না গুনিয়া স্বীয় চিন্তাবলে যেই জ্ঞান লাভ করা যায়।

২। শ্রুতময় জ্ঞান কাহাকে বলে?

অপরের নিকট গুনিয়া যেই জ্ঞান লাভ করা যায়।

৩। ভাবনাময় জ্ঞান কাহাকে বলে?

ধ্যানবলে যেই জ্ঞান লাভ করা যায়।

-----

### সমুদ্রগুণ-পরিচয়

মহাসমুদ্রের গুণ কয়টি ও কি কি?

সমুদ্র-গুণ ৮টি। যথা-

১। সমুদ্র ক্রমান্বয়ে গভীর।

২। সমুদ্র-জল তীরভূমি অতিক্রম করে না।

৩। সমুদ্র কোন আবর্জনা সহিত বাস করে না।

৪। সমুদ্রে প্রবাহিত যাবতীয় নদীর নাম বিলুপ্ত হয়।

৫। সমুদ্র জলদ্বারা পূর্ণ হয় না।

৬। সমুদ্রের জল এক লবণরস।

৭। সমুদ্র বহু রত্নের আকর।

৮। সমুদ্র বহু প্রাণীর আধার।

-----

## শাসনসমুদ্র-পরিচয়

শাসন-সমুদ্রের কয়টি গুণ ও কি কি?

সমুদ্র তুল্য বুদ্ধের শাসন-সমুদ্রের ৮টি গুণ। যথা-

- ১। বুদ্ধের শাসন-সমুদ্রে যথাক্রমে শিক্ষা, ক্রিয়া ও উপায় বর্ণিত হইয়াছে।
- ২। বুদ্ধের নীতি শাসন-সমুদ্র অতিক্রম করে না।
- ৩। শাসন-সমুদ্রে অসৎ লোকের স্থান হয় না।
- ৪। শাসন-সমুদ্রে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র একাকার প্রাপ্ত হয়।
- ৫। বুদ্ধ-বর্ণিত নির্ব্বাণ-সমুদ্রের পূর্ণতা নাই।
- ৬। বুদ্ধ-বর্ণিত পরমার্থধর্ম বিমুক্তিরসে পরিপূর্ণ।
- ৭। শাসন-সমুদ্র সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মের আকর।
- ৮। শাসন-সমুদ্র মার্গ-ফল লাভীদের আধার।

-----

## বুদ্ধপূজা-পরিচয়

পূজা সাধারণত কয় প্রকার ও কি কি?

পূজা ২ প্রকার। যথা- আমিষ পূজা ও নিরামিষ পূজা।

আমিষ পূজা কাহাকে বলে?

ফুল, প্রদীপ, সুগন্ধি, খাদ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়্য, ধ্বজা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, অন্নমেরু প্রভৃতিদ্বারা বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহাই আমিষ পূজা।

নিরামিষ পূজা কাহাকে বলে?

শীল পালনে, সমাধি ভাবনায়, মার্গ-ফল লাভে যে পূজা, তাহাই নিরামিষ পূজা।

বুদ্ধ, নির্ব্বাণ-মঞ্চে শয়ন করিয়া কোন পূজার প্রশংসা করিয়াছেন?

তিনি নিরামিষ পূজাকেই পরমপূজা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।



-----

## বুদ্ধের লোকার্থচর্য্যা-পরিচয়

বুদ্ধের লোকার্থচর্য্যার প্রমাণ কি?

- ১। বুদ্ধ गया হইতে ১৮ যোজন দূরে বারাণসীর মৃগদায়ে গিয়া পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকে অর্হত্ব ফল প্রদান করেন।
- ২। উরুবোলায় গয়াকশ্যপ, নদীকশ্যপ, উরুবিল্বকশ্যপকে এক সহস্র শিষ্য সহিত সাড়ে তিন হাজার ঋদ্ধি প্রদর্শনে অর্হত্ব ফল প্রদান করেন।
- ৩। ত্রিগব্যুতি (এক গব্যুতি তিন মাইল ৩২০ গজ) গমন করিয়া মহাকশ্যপকে উপসম্পদা প্রদান করেন।
- ৪। ৪৫ যোজন পদব্রজে যাইয়া পল্লুসাতি কুলপুত্রকে অনাগামী ফল প্রদান করেন।
- ৫। ৩০ যোজন পথ গমন করিয়া নিষ্ঠুর অঙ্গুলিমালকে অর্হত্ব ফল প্রদান করেন।
- ৬। ১২০ যোজন পথ প্রভ্যদগমন করিয়া সপরিষদ রাজা মহাকপ্লিনকে অর্হত্ব ফল প্রদান করেন।
- ৭। ৩০ যোজন পথ গমন করিয়া আলবকযক্ষকে শ্রোতাপত্তি ফল প্রদান করেন।
- ৮। তাবতিংস স্বর্গে বর্ষাবাস করিয়া ৮০ কোটি দেবতাকে ধর্মচক্ষু প্রদান করেন।
- ৯। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ১০ হাজার ব্রহ্মা সহিত বকব্রহ্মার মিথ্যাদৃষ্টি উৎপাটন পূর্বক অর্হত্ব ফল প্রদান করেন।

-----

## চক্ষু-পরিচয়

চক্ষু কয় প্রকার ও কি কি?

চক্ষু ৫ প্রকার। যথা—

মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, চর্মচক্ষু, বুদ্ধচক্ষু ও সমন্তচক্ষু।

## রাজধর্ম-পরিচয়

রাজধর্ম কয় প্রকার ও কি কি?

রাজধর্ম ১০ প্রকার। যথা— দান, শীল, ত্যাগ, ঋজুগুণ, মৃদুস্বভাব, তপঃ, মৈত্রী, করুণা, ক্ষান্তি ও অবিরোধ।

-----

## শব্দ-পরিচয়

এ জগতে সব চেয়ে বড় শব্দ কাহাদের?

- ১। বিধুর জাতকে — যক্ষরাজ পুত্রের।
- ২। কুস পাতকে — কুস রাজার।
- ৩। ভুরিদত্ত জাতকে — সুদস্সন নাগরাজার।
- ৪। মহাকণ্ঠ জাতকে — কুক্কুররূপী মাতলির।

## আয়ুধ-পরিচয়

এ জগতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আয়ুধ কাহাদের?

- ১। দেবরাজ ইন্দ্রের — বজ্রায়ুধ।
- ২। বেসুসবণের — গদায়ুধ।
- ৩। যমের — নয়নায়ুধ।
- ৪। আলবকের — দুস্সায়ুধ।

## ত্রিকন্যা-পরিচয়

পঞ্চাশত করিয়া রথ কোন্ কোন্ কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল?

- ১। বিম্বিসার রাজার কন্যা — চুন্দী।
- ২। কোশল রাজার কন্যা — সুমনা।

৩। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা - বিশাখা।

### কামগুণ-পরিচয়

কামগুণ কয় প্রকার ও কি কি?

কামগুণ ৫ প্রকার। যথা- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ।

রূপের স্থান কোথায়?

চক্ষু।

শব্দের স্থান কোথায়?

শ্রোত্র বা কর্ণ।

নাসিকা।

রসের স্থান কোথায়?

জিহ্বা।

স্পর্শের স্থান কোথায়?

কায়।

এই পঞ্চ কামগুণ হইতে কোন্ কোন্ ভাব উৎপন্ন হয়?

ইষ্টভাব, কমনীয়ভাব, মনোহরভাব, প্রিয়রূপভাব, কামনজনকভাব ও রঞ্জনভাব উৎপন্ন হয়।

কামগুণ কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

উহা দুইভাগে বিভক্ত। যথা- বস্তুকাম ও 'কিলেস' বা তৃষ্ণাকাম।

বস্তুকাম কাহাকে বলে?

বিবিধ দ্রব্য ও যে কোন সম্পত্তির প্রতি যে লালসা তাহাকে বস্তুকাম বলে।

'কিলেস' কাম কাহাকে বলে?

মৈথুনের প্রতি যে আসক্তি তাহাকে 'কিলেস' কাম বলে? পূর্বোক্ত পঞ্চ কামগুণও 'কিলেস' কামে পরিগণিত।

-----

## ত্রিদ্বার-পরিচয়

ত্রিদ্বার কাহাকে বলে?

কায়দ্বার, বাক্যদ্বার ও মনোদ্বার এই তিনটিকে ত্রিদ্বার বলে।

কায়দ্বারে কোন্ কোন্ পাপ করা হয়?

প্রাণীহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার এই তিনটি পাপ করা হয়।

বাক্যদ্বারে কোন্ কোন্ পাপ করা হয়?

মিথ্যা, পিশুন, পুরুষ ও সম্প্রলাপ এই চারিটি পাপ করা হয়।

মনোদ্বারে কোন্ কোন্ পাপ করা হয়?

লোভ, হিংসা ও নাস্তিকতা এই তিনটি পাপ করা হয়।

প্রাণীহত্যার মূল কয়টি ও কি কি?

প্রাণীহত্যার ২টি মূল দোষ ও মোহ।

চুরির মূল কয়টি ও কি কি?

চুরির ২টি মূল দোষ-মোহ ও লোভ-মোহ।

ব্যভিচারের মূল কয়টি ও কি কি?

ব্যভিচারের ২টি মূল - লোভ ও মোহ।

মিথ্যার মূল কয়টি ও কি কি?

মিথ্যার ২টি মূল দোষ-মোহ ও লোভ-মোহ।

পিশুনের মূল কয়টি ও কি কি?

পিশুনের ২টি মূল দোষ-মোহ ও লোভ-মোহ।

পুরুষের মূল কয়টি ও কি কি?

পুরুষের ২টি মূল দোষ ও মোহ।

সম্প্রলাপের মূল কয়টি ও কি কি?

সম্প্রলাপের ২টি মূল দোষ-মোহ ও লোভ-মোহ।

## মিশন-গ্রন্থ-পরিচয়

লোভের মূল কয়টি ও কি কি?

লোভের ১টি মূল - মোহ।

হিংসার মূল কয়টি ও কি কি?

হিংসার ১টি মূল - মোহ।

নাস্তিকতার মূল কয়টি ও কি কি?

নাস্তিকতার ২টি মূল - লোভ ও মোহ।

এই ত্রিদ্বারে অনুষ্ঠিত ১০টি পাপের অন্য নাম কি?

দশ অকুশল কর্মপথ।

উহার বিপরীত নাম কি?

দশ কুশল কর্মপথ।

-----

## আলাপ-পরিচয়

দশ প্রকার আর্য্যসম্মত আলাপ কি কি?

- ১। অল্লেক্ষাকথা - তৃষ্ণাবহুল না হওয়ার জন্য পরস্পরের আলাপ।
- ২। সত্ত্বাষ্টিকথা - ধর্ম্মত লব্ধ বিষয়ে সত্ত্বাষ্ট থাকার আলাপ।
- ৩। প্রবিবেক কথা তিন প্রকার। যথা-  
(ক) নির্জ্ঞান-বাস বিষয়ক কায়-বিবেক।  
(খ) কামচিন্তা ত্যাগে ধ্যান চিন্তোৎপাদক চিন্তাবিবেক।  
(গ) পঞ্চস্কন্ধের আমিত্ব ত্যাগে উপধিবিবেক, এই তিন বিষয়ের আলাপ।
- ৪। অসংসর্গ কথা - স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগে সুখ, এই প্রকার আলাপ।
- ৫। বীর্য্যানুষ্ঠান কথা - ধর্ম্মানুষ্ঠানে বীর্য্যোৎপাদন মূলক আলাপ।
- ৬। শীল কথা - শীল সম্বন্ধীয় আলাপ।
- ৭। সমাধি কথা - সমাধি সম্বন্ধীয় আলাপ।
- ৮। প্রজ্ঞা কথা - প্রজ্ঞা উৎপাদন মূলক আলাপ।

- ৯। বিমুক্তি কথা - অর্হত্ব ও নির্বাণ বিষয়ক আলাপ।  
১০। বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন কথা - অর্জিত জ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ আলাপ।

আর্য্যমিত্র-পরিচয়

বর্তমান কল্পকে কোন কল্প বলে?  
ভদ্রকল্প বলে।  
ভদ্রকল্পে কয়জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন?  
ভদ্রকল্পে পাঁচজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন।  
বুদ্ধগণের নাম কি কি?  
ককুসন্ধ, কোনাগমন, কস্সপ, গৌতম ও অরিয়মেত্ত।  
তৎমধ্যে কয়জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন?  
প্রথমোক্ত চারিজন বুদ্ধ।  
বাকী কে আছেন?  
‘অরিয়মেত্ত’ বা আর্য্যমিত্র।  
তিনি আর কতদিন পরে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন?  
মানুষের আয়ু ৮০ হাজার বৎসর হইলে।  
তিনি চারি কুলের কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন?  
ব্রাহ্মণ কুলে।  
তঁহার জন্মস্থান কোথায় হইবে?  
কেতুমতী নগরে। (বর্তমান বারাণসী)  
পিতার নাম কি হইবে?  
সুব্রহ্মা।  
মাতার নাম কি হইবে?  
ব্রহ্মবতী।

স্ত্রী নাম কি হইবে?

চন্দ্রমুখী ।

পুত্রের নাম কি হইবে?

ব্রহ্মবর্ধন ।

বোধি কোন্ বৃক্ষ হইবে?

নাগেশ্বর ।

সেই নাগেশ্বর বোধি কোন্ স্থানে উৎপন্ন হইবে?

বর্তমান বুদ্ধগয়ার মহাবোধি স্থানে ।

বুদ্ধত্ব লাভে তাঁহার কত সময় লাগিবে?

একদিন ।

তাঁহার আয়ু কত হইবে?

৮০ হাজার বৎসর ।

### আপণ-পরিচয়

বুদ্ধের আপণ বা দোকান কয়টি ও কি কি?

আপণ ৮টি । যথা— পুষ্পাপণ, গন্ধাপণ, ফলাপণ, অগদাপণ, ঔষধাপণ, অমৃতাপণ, রত্নাপণ ও নানা দ্রব্যাপণ ।

পুষ্পাপণে কি আছে?

১০ সংজ্ঞা, ১০ অশুভ, ৪ ব্রহ্মবিহার, ১ মরণানুস্মৃতি ও ১ কায়গতানুস্মৃতি, এই ২৬টি পুষ্প ।

গন্ধাপণে কি আছে?

শীলসৌরভ ।

ফলাপণে কি আছে?

চারি আর্যমার্গ ও চারি আর্যফল ।

অগদাপণে কি আছে?

চারি আৰ্য্যসত্য ।

ঔষধাপণে কি আছে?

৩৭টি বোধিপক্ষীয় ধর্ম ।

অমৃতাপণে কি আছে?

কায়গতা স্মৃতি ।

রত্নাপণে কি আছে?

সপ্ত বোধাঙ্গ ।

নানা দ্রব্যাপণে কি আছে?

৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ ।

দশ সংজ্ঞা কি?

অনিত্য, অনাত্মা, অশুভ, আদীনব, প্রহান, বিরোধ, সমস্ত লোকে  
অনভিরতি, সমস্ত সংস্কারে অনিত্য ও আনঃপ্রাণঃ স্মৃতি ।

দশ অশুভ কি?

স্ফীত, বিনীল, বিপুষ, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষায়িত, বিক্ষিপ্ত, হতবিক্ষিপ্ত, লোহিতযুক্ত,  
কৃমিপূর্ণ ও অস্থিময় দেহ ।

চারি ব্রহ্মবিহার কি?

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ।

চারি মার্গ কি?

স্রোতাপত্তিমার্গ, সন্ধদাগামীমার্গ, অনাগামীমার্গ ও অর্হতমার্গ ।

চারি ফল কি?

স্রোতাপত্তিফল, সন্ধদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হৎফল ।

চারি আৰ্য্যসত্য কি?

দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গসত্য ।

সাইত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম কি?



## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্ম্যানুদর্শন- ৪ স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।  
সঙ্ঘিত পাপের ত্যাগ চেষ্টা, অকৃত পাপের অনুৎপাদন চেষ্টা, অকৃত পুণ্যের উৎপাদন  
চেষ্টা ও সঙ্ঘিত পুণ্যের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা - ৪ প্রদহন। ঋদ্ধি, বীর্য্য, চিত্ত ও বীমাংসা -  
৫ ঋদ্ধিপাদ। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা - ৫ ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি,  
সমাধি ও প্রজ্ঞা - ৫ বল। স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশুদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা-  
৭ বোধ্যঙ্গ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব,  
সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি- ৮ মার্গ।

চুরাশী হাজার ধর্মসংস্ক কি?

বিনয়ে ২১,০০০ হাজার, সূত্রে ২১,০০০ হাজার ও অভিধর্মে ৪২,০০০  
হাজার ধর্মোপদেশ।

## নব লোকোত্তরজ্ঞান-পরিচয়

নব লোকোত্তর জ্ঞান কি?

১। ২। স্রোতাপত্তিমার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান; ৩। ৪। সঙ্কদাগামীমার্গজ্ঞান ও  
ফলজ্ঞান; ৫। ৬। আনাগামীমার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান; ৭। ৮। অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান ও  
ফলজ্ঞান; ৯। নিব্বাণজ্ঞান।

-----

## ‘কিলেস’ - ধ্বংশ - পরিচয়

স্রোতাপত্তনের কয়টি ‘কিলেস’ ধ্বংশ হয়?

স্রোতাপত্তনের ছয়টি ‘কিলেস’ ধ্বংশ হয়।

- ১। ব্রক্ষণ - সুকৃত কর্মের বিনাশ সাধন ইচ্ছা।
- ২। পলাশ - যুগব্যাপী প্রতিহিংসা।
- ৩। ঈর্ষা - পরের সৎকার দর্শনে অসহ্য।

## বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ-পরিচয়

- ৪। মাৎসর্য্য - সমভাবে অসহ্য।
- ৫। মায়া - বঞ্চনা কৌশল।
- ৬। শঠতা - প্রতারণার কৌশল উদ্ভাবন।  
অনাগামীর কয়টি 'কিলেস' ধ্বংশ হয়?  
অনাগামীর চারিটি 'কিলেস' ধ্বংশ হয়।
- ১। ব্যাপাদ - ৯ প্রকার অনিষ্ট চিন্তা।
- ২। ক্রোধ - ১০ প্রকার অনিষ্ট কামনা।
- ৩। উপনাহ - বদ্ধ বৈরীতা।
- ৪। প্রমাদ - কামাসক্তি।  
অহংের কয়টি 'কিলেস' ধ্বংশ হয়?  
অহংের ছয়টি 'কিলেস' ধ্বংশ হয়।
- ১। অভিধ্যা - লোভ।
- ২। থম্ব - বায়ুপূর্ণ ভস্মাতুল্য ক্রোধ ও মানদ্বারা কঠোর স্বভাব।
- ৩। সারম্ব - জেদপূর্ণ মান।
- ৪। মান - বয়োজ্যেষ্ঠ ও উচ্চকুলীন ভাবের যে মান।
- ৫। অতিমান - অতুল্য ভাব জনিত মান।
- ৬। মদ - অহঙ্কার।

-----

## অনুশয়-পরিচয়

অনুশয় কয় প্রকার?

অনুশয় সাত প্রকার।

কোন অনুশয় কোন মার্গে ধ্বংশ হয়?

- ১। স্রোতাপত্তিমার্গে - মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা অনুশয়।
- ২। সঙ্দাগামীমার্গে - কামরাগ ও প্রতিঘ অনুশয়ের তুনভাব।
- ৩। অনাগামীমার্গে - পূর্বোক্ত সমস্ত অনুশয়ের অভাব।

## বুদ্ধের ধর্ম-পরিচয়

৪। অর্হতমার্গে - মান, ভবরাগ ও অবিদ্যা অনুশয়।

-----

## মার্গে নীবরণধ্বংশ-পরিচয়

কোন মার্গে কোন্ নীবরণ ধ্বংশ হয়?

- ১। স্রোতপত্তিমার্গে - কুঙ্কুচ্চ ও বিচিকিৎসা।
- ২। সক্‌দাগামীমার্গে - কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদের তনুভাব।
- ৩। অনাগামীমার্গে - পূর্বোক্ত নীবরণের অভাব।
- ৪। অর্হতমার্গে - স্ত্যান-মিদ্ধ ও ঔদ্ধত্য।

-----

## পিটক-পরিচয়

কোন পিটকে কোন্ বিষয়ের উপদেশ আছে?

- বিনয় পিটকে - আদেশ দেশনা।  
সূত্র পিটকে - ব্যবহার দেশনা।  
অভিধর্ম পিটকে - পরমার্থ দেশনা।

-----

## ত্রিকল্যাণ-পরিচয়

ত্রিকল্যাণ কাহাকে বলে?

শীল - আদিকল্যাণ।

সমাধি - মহাকল্যাণ।

প্রজ্ঞা - পর্যাবসানকল্যাণ।

-----

পট্টসমুৎপাদ-পরিচয়

পট্টসমুৎপাদ কাহাকে বলে?

জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি যে কারণে হয়, তাহার বিশদ বর্ণনাকে ।

পট্টসমুৎপাদ কয়টি ও কি কি?

পট্টসমুৎপাদ ১২টি । যথা- অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণাদি ।

এই ১২টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি?

- ১। অবিদ্যা - স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, স্ত্রী, পুরুষ, যোনি, গতি, ভব প্রভৃতি সম্বন্ধে না জান ।
- ২। সংস্কার - পুণ্য, অপুণ্য, অচলন, কায়, বাক্য ও চিত্ত সংস্কার ।
- ৩। বিজ্ঞান - প্রতিসন্ধি সম্বন্ধে জানা । চক্ষুবিজ্ঞানাদি ৫, মনোবিজ্ঞান ধাতু ১, মনোধাতু ২ ও কাম্যবচর মহাবিপাক চিত্তা ৮ ।
- ৪। নাম-রূপ - বেদনাদির আকার, সংলীনভাব, নিমিত্ত, উদ্দেশভূত নামকায় ও রূপকায় ।
- ৫। ষড়ায়তন - চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মনায়তন ।
- ৬। স্পর্শ - চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মন সংস্পর্শ ।
- ৭। বেদনা - চক্ষু সংস্পর্শজাত বেদনা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মন সংস্পর্শজাত বেদনা ।
- ৮। তৃষ্ণা - রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মতৃষ্ণা ।
- ৯। উপাদান - কাম, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদান ।
- ১০। ভব - কাম, রূপ ও অরূপ ভব ।
- ১১। জাতি - দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ভূত, মনুষ্য, চতুষ্পদ, পক্ষী ও সরীসৃপ জাতি ।
- ১২। জরা মরণাদি ।

-----

## নব বিধ ভব-পরিচয়

৯ প্রকার ভব কি?

- ১। কামভব - ১১ প্রকার কামাবচর ভূমি।
- ২। রূপভব - ১৬ প্রকার রূপবচর ভূমি।
- ৩। অরূপভব - ৪ প্রকার অরূপাবচর ভূমি।
- ৪। সংজ্ঞাভব - ৩ রূপাবচর বিপাক ও কাম-রূপবিপাক।
- ৫। অসংজ্ঞাভব - ১ রূপাবচর ভূমি।
- ৬। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাভব - চতুর্থ অরূপাবচর ভূমি।
- ৭। একবোকোর (স্কন্ধ) ভব - অসংজ্ঞাভব।
- ৮। চতুবোকোর (স্কন্ধ) ভব - অরূপতব।
- ৯। পঞ্চবোকোর (স্কন্ধ) ভব - কামতর।

-----

## মিশন-গ্রন্থ-পরিচয়

বৌদ্ধ-মিশনে বিনয় পিটকের মূল পালি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, উভয় বিভাগের অন্তর্গত ‘পারাজিক’ ও ‘পাচিত্তিয়’ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং খন্ধকের অন্তর্গত ‘মহাবগ্গ’ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-মিশনে সুত্তপিটকের মূল পালি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘মজ্জিমনিকায়’ মূল পণ্ডাসক. ‘দীর্ঘ-নিকায়’ সীলক্খন্ধবগ্গ; ‘সংযুত্তনিকায়’ সগাথবগ্গ; ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’ তিকনিপাত; ও ‘খুদ্দকপাঠ’ মুদ্রিত হইয়াছে।

মূলপালি সহিত অনুবাদ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, সম্মলানুবাদ ‘থেরগোথা’, সম্মলানুবাদ ‘উদান’, সম্মলানুবাদ ‘ধম্মপদট্টকথা’ যমক বগ্গো ও সম্মলানুবাদ ‘বুদ্ধবংস’ মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্রিপিটক হইতে সংগ্রহ করিয়া উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সচিত্র

কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘সদ্ধর্ম-রত্নাকর’ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ ৭২ খানি ছবি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং ‘বৌদ্ধ-নীতিমালা’ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রথম শিকার উপযোগী করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

ধর্মপিপাসুদের নানা বিষয় জানিবার উপযোগী কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘সার-সংগ্রহ’ নামে সারগর্ভ একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

সাধারণ লেখা-পড়া জানা লোক পদ্যছন্দে দানের বিবিধ ব্যাখ্যা টানা স্বরে পড়িতে চায়, তেমন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘দান-মঞ্জরী’ পদ্য গ্রন্থ বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

মহা মহাপুরুষের আত্মচরিত বর্ণনা করিয়া কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘সীবলী-চরিত’, ‘রাহুল-চরিত’, ‘কশ্যপ-চরিত’, ‘সারীপুত্র-চরিত’, ‘অজাতশত্রু’ ও ‘সিংহল-অভিযান’ এই কয়েকখন্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

দেহের অবস্থানমূলক সচিত্র কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘কায়-বিজ্ঞান’ নামে সচিত্র অতি আধ্যাত্মিক ভাব মূলক একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্চাশীলের বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক কোন গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কি?

হ্যাঁ, ‘পঞ্চাশীল’ নামক একখানি বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ মনো-বিজ্ঞান শাস্ত্রগুলি প্রশ্নোত্তর মীমাংসা করা হইয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘মিলিন্দ-প্রশ্ন’ নামে একখানি তর্কজালপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

গৃহীদের নীতি বিষয়ক কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘লোক-নীতি’ ও ‘গৃহী-নীতি’ নামে দুইখানি নীতিকথা মূলক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবাসীদের জন্য উপদেশপূর্ণ কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘প্রবাস-সুহৃদ’ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

পালি গাথায় ও পদ্যছন্দে দেহতত্ত্বমূলক কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘তেলকটাহ-গাথা’ মুদ্রিত হইয়াছে।

অভিধর্ম শিক্ষার প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘অভিধম্মথ সঙ্গহ’ মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদর্শন ভাবনার উপযোগী কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ ‘নাম-রূপ’ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

কোন বৌদ্ধ নাটক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, ‘গঙ্গামাল গীতাভিনয়’ ও ‘কৃপণ-ইল্লীস’ নামে দুইখানি নাটক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

যাহারা বাঙ্গালা জানে না, অথচ ইংরেজী জানে তাহাদের জন্য কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি?

হাঁ, বহু গবেষণাপূর্ণ ইংরেজী গ্রন্থ ‘Buddhism in Brief’ মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্রিপিটকের বিস্তৃত তালিকা ছাপা আছে কি?

হাঁ, ‘পালি ত্রিপিটক’ গ্রন্থ ছাপা আছে।

বৌদ্ধধর্ম মূলক কোন ছবি মুদ্রিত আছে কি?

হাঁ, বুদ্ধের স্বর্গাবতরণ, বোধিসত্ত্বের কঠোর তপস্যা, বোধিমূলে বুদ্ধ, অনিমিষ স্থানে বুদ্ধ, চংক্রমণে বুদ্ধ, রত্নঘরে বুদ্ধ, অজপাল ন্যগ্রোধমূলে বুদ্ধ, মুচলিন্দমূলে বুদ্ধ, চট্টগ্রামের মহামুনি চৈত্য, চক্রশালা চৈত্য, বুড়াগোঁসাই চৈত্য, পদচিহ্ন চৈত্য, সীবলী স্থবিরের ছবি, ভিক্ষুণী সঙ্ঘ-মিত্রার ছবি, প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের ছবি ও প্রজ্ঞালোক স্থবিরের ছবি মুদ্রিত আছে।

-----

## নরসীহ গাথা

১

চক্ক বরঙ্কিত রত্ত সুপাদো, লক্ষণ মণ্ডিত আযত পণিহ.

চামর ছত্ত বিভূসিত পাদো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

২

সক্য কুমার বরো সুখুমালো, লঙ্ঘণ বিখ্যত পুণ্ন সরীরো;  
লোক হিতায় গতো নর বীরো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৩

পুণ্ন সসঙ্ক নিভো মুখবল্লো, দেব নরান পিযো নর নাগো;  
মত্ত গজিন্দ বিলাসিত গামী, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৪

খত্তিয় সম্ভব অগ্ন কুলীনো, দেব-মনুস্য নমস্মিত পাদো;  
সীল-সমাধি পতিট্ঠিত চিত্তো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৫

আযত যুত্ত সুসর্গিত নাসো, গোপখুমো অভিনীল সুনেত্তো;  
ইন্দধনু অভিনীল ভমুকো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৬

বট্ট সুমট্ট সুসর্গিত গীবো, সীহ-হনু মিগরাজ সরীরো;  
কঞ্চন সুচ্ছবি উত্তম বল্লো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৭

সিনিদ্ধ সুগম্ভীর মঞ্জু সুঘোসো, হিঙ্গুল বন্ধু সুরত্ত সুজিবেহা,  
বীসতি বীসতি সেত সুদত্তো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৮

অঞ্জন-বল্ল সুনীল সুকেসো, কঞ্চন-পট্ট বিসুদ্ধ ললাটো;  
ওসধি-পত্তর সুদ্ধ সু-উল্লো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

৯

গচ্ছতি নীলপথে বির চন্দো, তারগণা পরিবেষ্ঠিত রূপো;  
সাবক মজ্জ গতো সমুনিন্দো, এস হি তুযহ পিতা নরসীহো ।

সমাপ্ত



প্রাপ্তির স্থান :-

চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুনি বিহার,  
বাহির সিগন্যাল বড়ুয়া পাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ।

শীলঘাটাপরিনির্বাণ বিহার,  
শীলঘাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত বিনয় রক্ষিত ভিক্ষু,  
অধ্যক্ষ, জামিজুরী সুমনাচার বিদর্শনারাম,  
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত ধর্মরত্ন ভিক্ষু,  
অধ্যক্ষ, হাশিমপুর সুন্দারাম বিহার,  
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ।



## অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের'র সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

**অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের**

বঙ্গীয় বৌদ্ধদের ইতিহাসে এক গৌরবদৃশ্য প্রাতঃস্মরণীয় সাংঘিক ব্যক্তিত্ব অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের। যিনি সমগ্র জীবনব্যাপী বৌদ্ধ সমাজ ও সঙ্ঘের উন্নয়নে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্থায়ী কর্ম ও প্রজ্ঞার চর্চায় অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনন্য প্রতিভাদৃশ্য, বহু গ্রন্থ প্রণেতা এ মনীষা বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) সরকার কর্তৃক যেভাবে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন তা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আত্মশ্রদ্ধার বিষয়। তাঁর মত একাধারে এত বড় পণ্ডিত, শীলবান, সুবক্তা, লেখক, সমালোচক, সমাজ সংগঠক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, অক্লান্তকর্মী, সর্বভাষী, দার্শনিক, সাধক ও যোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্য প্রতিষ্ঠা, যে কোন সমাজেই বিরল। বহুমুখী প্রতিভাবান এ মনীষা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ২৪২৭ বুদ্ধাব্দ ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলাধীন বোয়ালখালী থানার ঐতিহ্যবাহী বৈদ্যপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাগরচাঁদ বড়ুয়া এবং মাতা সুভদ্রা বড়ুয়া। মাতা-পিতা প্রদত্ত নাম ছিল ধর্মরাজ বড়ুয়া। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়ার অনুপ্রেরণা ও সাহচর্যে অতি শৈশবে তাঁর মধ্যে সঙ্ঘের বীজ রোপিত হয়েছিল। ধর্মরাজ যখন ছাত্রবৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন তখন তাঁর মহান শিক্ষাদাতা অগ্রজ পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়ার মৃত্যু ঘটে। ধর্মরাজ স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি বার্মায় গমন করেন এবং আকিয়াবের বৌদ্ধ পরিবেশ, বিহার, চৈত্য, ভিক্ষুসংঘ দর্শনে তিনি জীবনের দিশা খুঁজে পান। দেশে ফিরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারে আচার্য পূর্ণাচারের নিকট প্রব্রাজ্যধর্ম গ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় প্রজ্ঞারত্ন ভিক্ষু। তিন বছর পরে তিনি বার্মায় মৌলমেনের বৈজয়ন্ত বিহারের অধ্যক্ষ উঃ সাগর মহাথেরের নিকট পুণঃ উপসম্পদা গ্রহণ করেন তখন তাঁর নাম রাখা হয় প্রজ্ঞালোক ভিক্ষু। বার্মা হতে সঙ্ঘ শিক্ষা লাভ করে তিনি দেশে ফিরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণাচার পালি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর হতে তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। তিনি সমাজ ও সঙ্ঘের সংস্কারে আত্মনিয়োগের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনা, ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদসহ, বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৩ সালে তিনি শ্রীলংকা গমন করে মহাপণ্ডিত উপসেন মহাথেরের সান্নিধ্যে ত্রিপিটক শিক্ষা করে বুৎপত্তি অর্জন করে বহু পুস্তক সহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। “জিন শাসন সমাগম” নাম দিয়ে ভিক্ষুসংঘের জন্য এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিনয়াচার্য বংশদীপ, সাধক জ্ঞানীশ্বর, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের সহ ভিক্ষুসংঘ নিয়ে জম্বুদ্বীপ ভিক্ষু মহামন্ডল গঠন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি রেন্দুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ ও সংঘশক্তি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে বৌদ্ধ সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে ৩১ ডিসেম্বর হাজার হাজার ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে তাঁকে বুদ্ধশাসন বীর্যত্ত্ব শাসনধ্বজ উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৫৪ সালে ৪ঠা জানুয়ারী বার্মা সরকার কর্তৃক অগ্রমহাপণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত হন এবং বার্মার সরকার আমৃত্যু তাঁর চতুপ্রত্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ হতে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সংঘায়নে তিনি ষষ্ঠসংগীতিকারক নিযুক্ত হন। বাঙ্গালী ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ওবাদচরিয়া কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাদার মহাথের তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, “বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজকে তিনি একশত বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন।” বহুমুখী প্রতিভাদৃশ্য এ পুণ্যপুরুষ ১৯৭১ সালের ১২ই মে ৯১ বছর ৫ মাস ১২ দিন বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধানে এক বিচিত্র কর্ম প্রতিভার অস্তধান ঘটে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে, সর্ব পূজ্য প্রিয়রত্ন, বিদর্শনাচার্য সুমনাচার, বিনয়াচার্য আর্যবংশ, ৮ম সংঘরাজ শীলালংকার, বিনয়াচার্য জিনবংশ, বহুগ্রন্থপ্রণেতা ধর্ম তিলক, তদীয় ভ্রাতৃপুত্র পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের সহ বহু শিষ্য অন্তর্বাসী ধর্মাত্মবাসী তিনি রেখে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ইতিহাসে অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক স্থায়ী কীর্তিতে চির দিগ্ভীমান থাকবে। আমি তাঁর নির্বাণ শান্তি কামনা করি।

**অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া**

বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ

চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।